

थांज्या कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 42 Issue ● 13 February, 2022, Sunday ● ৩০ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ধৈর্যের যখন বাঁধ ভেঙে যায় তখন বানকুড়ালিও যেন টর্নেডো হয়। হলোও তাই। প্রায় নিঃশ্বেস হয়ে আসা কংগ্রেস এদিন যেন জ্বলে উঠলো দাবানল হয়ে। যে কংগ্ৰেস ভবনে এতদিন প্রদীপ জ্বালানোর লোক খুঁজে আনতে হতো, সুদীপ বর্মণেরা কংগ্রেসে যোগ দিতেই যেন পুরোনো মেজাজে ফিরলো ভবন। এদিন সকালে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে যেন উপচে পড়লো জনম্রোত। হুডখোলা গাড়িতে তখন সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, এআইসিসির পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমার, পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা এবং গোপাল রায় তাদেরকে ঘিরেই শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস। যার রেশ পড়েছে পোস্ট অফিস চৌমুহনিতেও। জনস্রোত দেখে উচ্ছুসিত সুদীপবাবুরা বিজেপিতে গিয়ে যা করতে পারেননি, কংগ্রেসে ফিরে সেটাই করে দেখালেন তিনি। রাখলেন জোর বার্তাও। মেলারমাঠ আর রাজবাড়ির দিকে ছড়িয়ে দিলেন বন্ধুত্বের বার্তা। উজ্জীবিত নেতা-কর্মীদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন বিজেপি হঠানোর রণকৌশল। তবে এদিনকার জনোচ্ছ্বাস আর গণসংবর্ধনায় আপ্লুত সুদীপ বর্মণেরা। কংগ্রেস ভবনে দাঁড়িয়েই এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলছিলেন, বনবাস থেকে ফিরলেন রাম। এবার তার রাজ আসনে বসার অপেক্ষা। বিজেপির

সংসারকে সুদীপবাবুর বনবাসের



সঙ্গেই তুলনা করেছেন তিনি। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সম্প্রতি। সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা ২০১৮ সালে যে রাজনৈতিক দল থেকে ভোটে জিতেছিলেন, সেই দল থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন। গত ৮ তারিখ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন সুদীপ-আশিসবাবু দু'জনেই। শনিবার দিল্লিতে যোগদানপর্ব সেরে এনারা রাজ্যে ফিরলেন। সঙ্গে এলেন রাজ্যের পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বীরজিৎ সিনহা এবং আসাম কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রী যোশী। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অপেক্ষারত ছিলেন রাজ্যের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা গোপাল রায়। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করে এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন সুদীপবাবুরা বিমানবন্দরের বাইরে আসেন, তখনই দলীয়

কর্মী সমর্থকরা তুমুল উৎসাহে তাদের প্রিয় দুই নেতাকে বরণ করে নেন। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই বিমানবন্দর চত্বরটি ফুলের মালা, স্লোগান, কড়তালিতে আবেগ মুখর হয়ে উঠে। সুসজ্জিত গাড়ি দাঁড়ানো। গলায় ফলের মালা পড়ে, কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে-স্লোগানে ভর করে সুদীপ-আশিস সহ দিল্ল থেকে আগত পাঁচ জনের সকলেই একটি মিনি ট্রাকে উঠে পড়েন। সঙ্গ নেন গোপালবাবুও। শত-শত বাইক সহ সুদীপবাবুদের নিয়ে মিছিলটি ধীরে ধীরে শহরমুখী হয়। আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় দলীয় সমর্থকরা গাড়িটিকে থামান। নিজেদের ভালোবাসা উজাড় করে ফুলের মালা অথবা একটি করে ফুল হাতে তুলে দেন। মহাকরণের সামনে গাড়িটি আসতেই গোয়ালাবস্তি থেকে বেশ কয়েকজন এসে সুদীপ-আশিসদের গাড়ি থামিয়ে সংবর্ধনা জানান। তারপর মিছিল বিদুরকর্তা চৌমুহনি হয়ে গণরাজ চৌমুহনি, পূর্বাশা হয়ে মঠ চৌমুহনি, মোটরস্ট্যান্ড হয়ে কামান চৌমুহনি এবং শেষমেষ পোস্ট অফিসস্থিত এলাকায় কংগ্রেস ভবনে এসে ইতি টানে। সেখানে সুসজ্জিত মঞ্চে অপেক্ষমান ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সমীর রঞ্জন বর্মণ। ধীরে ধীরে ডা. অজয় কুমার, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, বীরজিৎ সিনহা, গোপাল রায় এবং আসাম কংগ্রেসের কোযাধ্যক্ষরা মঞ্চে উঠেন। উপস্থিত দলীয় কর্মীরা তখন স্লোগানে তাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানান। তারপর একে একে শুরু হয় ভাষণপর্ব। এদিকে, মিডিয়ার উপর আক্রমণ নিয়ে শনিবার প্রকাশ্যে সরব হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সূদীপ রায় বর্মণ। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে এদিন কংগ্রেস ভবনে ফিরে এসে বক্তব্য রাখেন তিনি। সুদীপবাবুর বক্তব্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় উঠে আসে।

এদিনের বক্তব্যে প্রাধান্য পায় মিডিয়ার উপর সরকার পক্ষের আক্রমণের বিষয়টিও। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপবাবু বলেন— 'আমরা অনেককে বলি, সব মিডিয়াকে ভুল বুঝাবেন না। তাদের কোনও দোষ নাই। তাদের উপর অনেক চূড়ান্ত প্রেসার'। রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারের হুমকি আছে, এ বিষয়টি উল্লেখ করে সুদীপবাবু বলেন— 'সাহস করে খবর দেখালে, চ্যানেলের লাইন কেটে দেওয়া হয়। আপনারা ভেবে দেখুন, যে চ্যানেলগুলো দেখতেন, সেগুলো এখন দেখা যায় না। কিছু কিছু পত্রিকা সত্যকে সত্য লেখে বলে, হামলা হয়, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ভাঙচুর হয়'। এদিন কংগ্রেস ভবনের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপবাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্পব কুমার দেবের একটি পুরোনো বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন— 'মুখ্যমন্ত্রীর সাব্রুমের বক্তব্যের পর এ রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪০ জন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ হয়েছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।' এমন একটি সরকারকে কিভাবে আমরা সমর্থন করতে পারবো? এদিন সুদীপবাবু প্রকাশ্যে এই কথাগুলো বলার পর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীদের মধ্যে এক প্রকার স্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে এদিনের এই বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের অগণিত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকরাও নিজেদের গঠনমূলক আলোচনা তুলে ধরেন।

টিএসআর জওয়ানদের প্রতিসরকার আন্তরিক



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ টিএসআর ফেব্রুয়ারি।। জওয়ানদের স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিষয়গুলির প্রতি রাজ্য সরকার আন্তরিক। জওয়ানদের মনোবল বৃদ্ধি ও তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যেই আমি বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করছি। মতবিনিময় করছি জওয়ানদের সাথে। আজ টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী এদিন টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন জওয়ানদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে

মিলিত হয়ে জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জওয়ানদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জডিত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণও করেন। বীরত্বের সাথে কর্তব্য পালনে যেসব জওয়ানগণ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর টিএসআর আবাসনে অবস্থানরত জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন তিনি। সৈনিক সম্মেলনে

করেন। সেখানে সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা আনার লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংশোধনিগুলিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। জনগণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গৃহিত প্রকল্পের ইতিবাচকতা ও সুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্য প্রণালীতেও সফলভাবে প্ৰতিফলিত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

ভারতমাতা

কংগ্রেসের সমাবেশেও এদিন মুখ ফসকানো স্লোগান বেরোলো ভারতমাতা কি জয়। এতদিন বিজেপির স্লোগান দেওয়ার পর কর্মীদের অনেকেই এদিন কংগ্রেসের সমাবেশে এসেছেন। সে কারণেই স্লোগানের মাঝেই ভারতমাতা কি জয় বলে চিৎকার করে উঠলেন এক যুবক। তাকে প্রায় ধমকের সুরেই থামিয়ে দিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ বললেন জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। অবশ্য সুদীপবাবু নিজেও ভারতীয় বলে ভুলের দিকে এগোচ্ছিলেন। পরে নিজেকে শুধরে নিয়েছেন তিনি।

একনিষ্ঠ ভক্ত

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুরজিৎ দত্তকে কংগ্রেসে আসার আহ্বান জানালেন সুদীপ রায় বর্মণ। যা শুনে রামনগরের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত বললেন — সুদীপবাবুদের জারিজুরিতে কাজ হবে না। তিনি বিপ্লব দেব'র সঙ্গে আছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই তিনি বিজেপি করবেন। কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন সুদীপবাবু তার কাছ থেকে বলপূর্বক সভাপতির পদ ছিনতাই এবং সুরজিৎবাবুর মাথায় নাকি মোবাইল দিয়েও ঢিল মেরেছিলেন সুদীপবাবু। সেই কারণে সুদীপবাবুদের সঙ্গে আর মিশতে চান না তিনি। তিনি বিজেপিতে আছেন, বিজেপিতেই থাকবেন।

সাধারণের ভূমিকায়

ডানে-বাঁয়ে কেউ নেই। উনারা দু'জন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলেন উনার স্বামী মিছিল নিয়ে ঠিক কোন জায়গায় রয়েছেন। নিজের মেয়ে ঋজুকাকে নিয়ে শনিবারের দীর্ঘ বাইক মিছিল দেখার তাড়নায় শহরের বিদূরকর্তা চৌমুহনিতে এসে প্রহর গুণছিলেন সুদীপ রায় বর্মণের স্ত্রী পিনাকীদেবী কেউ দেখলে আন্দাজও করতে পারবেন না যে, তিনি সুদীপবাবুর সহধর্মিণী। একেবারে সাধারণ নাগরিকের ভূমিকায়। স্বামীর মিছিলটি যখন উনাদের দু'জনের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ করেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুদীপবাবু একগাল হাসলেন। হাত নাড়লেন স্ত্রী।

জনম্রোত

এই ভর বিজেপি আমলে কংগ্রেসের কোনও নেতাকে নিয়ে এমন উন্মাদন হবে, এমন গণ্টল নামবে তা বোধ হয় কেউ ঘনাক্ষরেও টের পাননি কিন্তু বিমানবন্দর থেকে কংগ্রেস ভবন পর্যন্ত সুদীপবাবুদের কনভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জনস্রোত যেন এগিয়ে চলেছিল। পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে একসময় গণঢল বয়ে যায়।

মিসড কল বাবা

ভোটের আগে মিসড কল দিলেই চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর। ভোটের পর আর তার দেখা মেলেনি। মিসড কলে চাকরিও হয়নি। শনিবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ সুনীলবাবুকে কার্যত মিসড কল বাবা বলে অভিহিত বাকিগুলো দু'য়ের পাতায়

রাজা বাহিনীর হাতে আক্রান্ত মাতৃশক্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বডজলায় একটি রাস্তার দখল নিয়ে কতিপয় মহিলা ও 'জমি মাফিয়া'-দের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। পুলিশ এলেও অভিযোগ, তারা পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এয়ারপোর্ট যাওয়ার রাস্তায় একটি গাডির শোরুমের কাছে একটি



নতুন গড়ে ওঠা বসতি নিয়ে

গণ্ডগোল। বিশাল অনাবাদী

জমিতে এখন বাড়ি গড়ে উঠছে। সেখানে নতুন পাড়া হচ্ছে। সেই পাড়ার রাস্তায় বেড়া বসিয়ে পথ আটকে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সেখানে বসবাসকারী কয়েকজন মহিলা। তাদের অভিযোগ 'মাফিয়া' রাজা চৌধুরী'র পাঠানো রাজেশ রায়, শীতু দাস'রা রাস্তায় বেড়া দিয়ে দেন, সেই বেড়া ভেঙে দেন মহিলারা। তারপরেই দুই পক্ষেই হাতাহাতি হয়। মহিলাদের অভিযোগ তাদের মারা হয়েছে, খোয়া গেছে গলার হার ইত্যাদি। এই পাড়ায় যারাই ঘর তুলছেন, তাদের 'হপ্তা' দিতে হবে রাজা চৌধুরীদের, টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলেই বেড়া দিয়ে রাস্তা আটকে • এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারকে সংখ্যালঘুতে পরিণত

করার হুক্ষার দিয়েছিলেন

বিজেপিত্যাগী সুদীপ রায় বর্মণ।

কোন অংকে, কোন ছকে বৰ্তমান

সরকার সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে

সেই ব্যাখ্যা না দিয়েই দিল্লি যাত্রা

করেছেন তিনি। জাতীয় কংগ্রেসে

যোগদানের পর রাজ্যে ফিরে

শনিবার যে অভূতপূর্ব সাড়া এবং

সংবর্ধনা পেয়েছেন তিনি এতে

অভিভূত সুদীপবাবু কংগ্রেস ভবনের

সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন এতে

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিগ

নির্দেশ স্পষ্ট। রাজনৈতিক সঙ্গী,

জোট কিংবা একক লড়াইয়ের সূত্রে

না গিয়ে সুদীপবাবু এদিন যে ইঙ্গিত

ছুঁড়ে দিয়ে কর্মীদেরকে উজ্জীবিত

করার চেষ্টা চালিয়েছেন, এতে

নিশ্চিতভাবেই রাজ্যে শাসক দলের

হাড় কাঁপুনি জ্বর চলে আসা অতি

টৰ্নেডো না আম্ফান!

ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে কপালে ভাঁজ বিজেপি নেতাদের। শনিবার দিল্লি থেকে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'দের ফেরার দিনটিতে কংগ্রেসে দীপাবলির আয়োজন হল। যেন বনবাস কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরছেন রাম লক্ষ্মণ। ঘোষণা ছিলো এই ঘরওয়াপসিতে দুই হাজার বাইকের মিছিল বিমানবন্দর থেকে মিছিল করে নেতাদের কংগ্রেস ভবনে নিয়ে আসবে। দুই দিন আগেই বিজেপির মণ্ডলে মণ্ডলে সভা বসে যায়, রুখতে হবে মিছিলকারীদের। এরপরও শুক্রবার রাতে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আসে, মিছিলে লোকসংখ্যা চার হাজার ছাড়াতে পারে। সেদিনই দলীয় সভায় দলের নেতাদের পাশে রেখে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নিলেন দলে ফাটল আছে কিভাবে তা মিটিয়ে ভোট বাড়াতে হবে আগামী নির্বাচনে তারও পরামর্শ



53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001 9774414298 বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

দিলেন। এই যখন শাসক দলের অবস্থা তার পরিপূর্ণ আমেজ নিচ্ছে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম। রাজ্যে এখন সিপিআইএম'র সাংগঠনিক সম্মেলন চলছে। ফলে নেতাদের খোলামেলা প্রতিক্রিয়াও জানতে পারছেন সাধারণ মানুষ। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআইএম'র কি জোটের সম্ভাবনা আছে? এমন প্রশ্নও চলে আসছে সাংবাদিকের এইরকম এক প্রশ্নের জবাবে সিপিআইএম সম্পাদক জীতেন চৌধুরী জানালেন, উনারা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরেছেন। আমর এও শুনছি আরও অনেকেই নাকি আসছেন। তারা বলছেন বিজেপির আমলে গণতন্ত্র বিপন্ন। আর আমরা রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মাঠে কাজ করে আসছি। তারাও কাজটা করুন। শুধু মুখে বললে তো হবে না। মাঠে দেখা হবে। তখন না হয় সেসব ভাবা যাবে। এতো গেল সিপিআইএম নেতাদের মুখের কথা। অদূর 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

তি 'ব্ৰহ্মাস্ত্ৰে বিজোপ বধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভাষণে পাকিস্তানি হানাদারদের তুলুন রাজাকারদের বিরুদ্ধে। তুলুন। এখানে দল-মত-ধর্ম **আগরতলা,১২ ফেব্রুয়ারি।।** এবার বঙ্গবন্ধুকেই যেন ধার করলেন এ রাজ্যের বন্ধু। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে যেভাবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রায় একই ৮৫ঙ বিজেপি মুক্তির ডাক দিলেন সুদীপ রায় বর্মণ। বঙ্গবন্ধুর স্লোগানকে ধার করে সুদীপবাবু বলেন, এই লড়াই ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, এই লড়াই মানুষকে মুক্তির লড়াই। আর এই লড়াই জিততে গেলে যা যা

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপামর বঙ্গবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু



করতে হবে সব করতেই আমরা আছে দা, হাতা, খুন্তি সব নিয়ে আহ্বান জানিয়ে বলেন, যার যা

শনিবার আগরতলায় সুদীপ রায় দেখবেন না। প্রতিবেশীকে বর্মণ বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে



ডাক দিয়েছিলেন — যার ঘরে যা আপামর জনগণকে বেরিয়ে আসার

প্রতিবেশী বিবেচনা করেই সাহায্যে



এগিয়ে আসুন। উল্লেখযোগ্যভাবে সুদীপ রায় বর্মণের এই বক্তব্যকে প্রস্তুত। সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বেরিয়ে পড়ুন। প্রতিরোধ গড়ে আছে তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে সমর্থন জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য

সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। এদিন তিনি বলেছেন, সিপিএম অনেকদিন ধরেই সমস্ত অংশের মানুষদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলছে, যে স্বৈরাচারীতা চলছে, যে নৃশংস আক্রমণ চলছে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে হামলাবাজদের আটকানো যাবে না। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধই হলো এদের ঠেকাবার মূল অস্ত্র। এক্ষেত্রে আইনি অপরাধ হয় এমন অস্ত্র ছাড়া যার ঘরে যা আছে তা নিয়েই আত্মরক্ষায় বেরিয়ে পড়ার কথাও বলেন জীতেনবাবু। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ দেশবাসীকে মুক্তি দিতে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মতো কট্টর বাম বিরোধী নেতাও বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েই রাজ্য এদিন বলেছেন, বর্তমান শাসক



বিজেপি জোট সরকারকে হঠাতে কেউই যে আর অচ্ছুত নন, সেই বার্তা দিয়েই সুদীপবাবু সমাবেশের উদ্দেশে জানতেও চেয়েছেন তার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাধারণ বিষয়। সুদীপ রায় বর্মণের ইঙ্গিত উপস্থিত জনতা বুঝতে পারছেন কিনা? সুদীপবাবুর বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই মেলারমাঠের দিক থেকে সম্মতির লক্ষ্ণেও পরিস্ফূট হয়েছে। মেলারমাঠে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে তারা যে দাবি করছেন, সুদীপবাবুও একই দাবি করছেন। সেদিক থেকে তাদের মধ্যে দলগত বিরোধ থাকলেও উদ্দেশ্যগত কোনও বিরোধ নেই। স্পষ্ট হয়ে যায়, সুদীপবাবু যখন বর্তমান সরকারকে হঠাতে মেলারমাঠের দিকে হাত বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন, মেলারমাঠ থেকে জীতেন চৌধুরীও পাল্টা হাত 👱 বাড়িয়েছেন। রাজনৈতিক অংক শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে সুদীপবাবু • এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা 🥄

সোজা সাপ্টা

নতুন ইনিংস

আজ থেকে সুদীপ-আশিস'র যেমন নতুন করে রাজনৈতিক ইনিংস শুরু হলো তেমনি শাসক বিজেপি-র কাছেও একটা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হলো বলা চলে। তবে ২০১৮ বিধানসভার প্রেক্ষাপট আর ২০২৩ বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষাপট কিন্তু এক নয়। যারা ২০১৮ বিধানসভা ভোটে জিতেছিলেন বা জিতেছেন তাদের কিন্তু এবার প্রতিটি কাজের হিসাব জনগণকে দিতে হবে। বিশেষ করে শাসক দলের যে সমস্ত বিধায়ক এখনও দলে আছেন মনের দিক থেকে তাদের কিন্তু দায়িত্ব বেশি। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই শাসক দলের মূল অস্ত্র। তবে রাজ্যের ৬০টি কেন্দ্রে যারা বিজেপি-তে আছেন তাদের কিন্তু এখনই আসল সময়। সুদীপ-আশিস'রা দল ছেড়ে যাওয়ার পর দলের অন্য নেতা এবং কর্মীদের ধরে রাখা এবং মানুষের সমস্যা-অভাব-অভিযোগ নিয়ে কাজ করাই এখন দলের প্রতিটি সদস্য ও কর্মীর আসল কাজ হবে। ২০১৮ আর ২০২৩ এক নয়। সুতরাং এবার লড়াইটা কঠিন। বিজেপি-কে এবার ক্ষমতায় ফেরার জন্য লড়তে হবে। আর ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতায় ফেরার লড়াইটা সব সময় কঠিন হয়। বিজেপি-র প্রতিটি বিধায়ককে দায়িত্ব নিতে হবে দলের ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য। সব সময় মুখ্যমন্ত্রীকে টানলে হবে না। এলাকার মানুষ প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে বা কাছে পাবেন না। তাদের কথা শুনতে হবে স্থানীয় বিধায়ক বা নেতাদের। আগামী কয়েক মাস শাসক দলের সামনে শুধু যে নিজের ঘর সামলে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ তা নয়, এই সময়ে শাসক দলের চ্যালেঞ্জ আরও বেশি জন সমর্থন। মুখ্যমন্ত্রী দিন-রাত কাজ করছেন। কিন্তু একা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় ৬০ আসনকে ধরে রাখা। তাই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু প্রতিটি বিজেপি কর্মী, নেতাকেই আজ নিতে হবে।

বেতন না পেয়ে ক্ষুব্ধ পুলিশ

<u>
অাটের পাতার পর - মাসের বেতন থেকে চার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কটা গেছে। বেতন কম পাওয়ার সঙ্গে</u> সঙ্গে তের মাসের বেতনও মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। রাজ্য পলিশের বিভিন্ন ইউনিটগুলিতেও ক্ষোভ বেডে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে মুখ খুলতেও শুরু করেছে পুলিশ কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেকবারই ১৩ মাসের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়। এটা কোনও দয়ার দান নয়। গোটা বছর কোন ছুটি পান না থানা এবং বিভিন্ন ইউনিটের পুলিশ কর্মীরা। তাদের ২৪ ঘণ্টা খাটতে হয়। পুজোর দিনগুলিতেও ছুটি ছাড়াই চলে। দুর্গাপুজোর মতো বড় উৎসবের সময় যখন সবাই ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান, তখন এই পুলিশ কর্মীরা থাকেন কর্তব্যস্থলে। এই কারণেই ছুটির দিনগুলি যুক্ত করে গড়ে এক মাসের বেতন বেশি দেওয়া হয় পুলিশ কর্মীদের। এই বেতনটা প্রত্যেক বছর প্রথম মাসেই মিটিয়ে দেওয়া হয়। এই বেতন নিয়ে আগাম পরিকল্পনাও করে রাখেন পুলিশ কর্মীরা। কারোর কিছু কেনাকাটা বা অন্য কোনও ধরনের পরিকল্পনা থাকলে এই টাকা থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিকল্পনা থাকলেও এই বছর আর মিলছে না ১৩ মাসের বেতনটি। পুলিশ কর্মীরা যে যার আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলা হচ্ছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে ১৩ মাসের বেতন। ভুলটা করেছেন মিনিস্ট্রিরিয়াল কর্মীরা। তারা হিসেব করতে দেরি করেছেন। যে কারণে ১৩ মাসের বেতন দিতে দেরি হচ্ছে। বিঞ্চিত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য, এই গাফিলতির জন্য তদন্ত করতে হবে। যারা গাফিলতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনত ব্যবস্থা নেয় না পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ কর্মীদের বঞ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তদন্ত দরকার। এই তদন্ত করলে আগামীদিনগুলিতে এমন গাফিলতি হবে না। যদিও রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয় নিয়ে কোনও ধরনের মন্তব্য করা হয়নি। এমনিতেই মিনিস্ট্রিরিয়াল কর্মীর ভুলের কারণে সরকারি কোষাগার থেকে বেশি টাকা চলে গিয়েছিল বহু পুলিশ কর্মীর অ্যাকাউন্টে। এই টাকা এখন ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কারণে এখন আচমকাই ক্ষতির মুখে পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনায় কোনও তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি। পুলিশের এই অবস্থার জন্য যে অফিসাররা দায়ী তাদেরও চিহ্নিত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সবটাই নাকি সদর দফতরে বসে এক মাঝারি স্তরের পুলিশ অফিসার করেছেন। এর জন্য ভোগান্তির শিকার ত্রিপুরার কয়েক হাজার পুলিশ কর্মী।

চাকায় পিষ্ট শিশু

• আটের পাতার পর - আরকেপুর থানার ওসির গাড়ি করে শিশুকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর রমেশ চৌমুহনি এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শিশুর মৃত্যুর খবরে কৌতুহলী মানুষ ঘটনাস্থলে এসে ভীড় জমান। ছেলের মৃতদেহের সামনে বসেই চিৎকার করতে থাকেন তার বাবা। এদিকে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদস্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ট্রিপার চালকও বলেছেন এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তার কোন দায় নেই। কারণ, তিনি সঠিকভাবেই ট্রিপার নিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ শিশুটি তার গাড়ির সামনে এসে পড়ে। তিনি চেন্টা করেও শিশুটির প্রাণ রক্ষা করতে পারেননি। কারণ যাই হোক, মর্মান্তিক ঘটনায় আরও এক মা তার কোলের সন্তানকে হারালেন।

জয়ী ফুৰোয়াৰ্ড

 সাতের পাতার পর ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। রামকৃষ্ণ ক্লাব প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড ক্লাবের বক্সে হানা দিলেও পেনিট্রেটিং জোনে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। বরং তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক আক্রমণ তুলে আনতে সক্ষম হয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ৫৮ মিনিটে চিজোবা-র দূরস্ত শট ততোধিক দক্ষতায় রুখে দেয় রামকৃষ্ণ ক্লাবের গোলকিপার রাজু বাসফোঁড়। এক মিনিট পরই ম্যাচের একমাত্র গোলটি তলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ইয়ামি-র বক্সে ভাসিয়ে দেওয়া বল থেকে হেডে গোল করে ভিদাল চিসানো। গোলকিপারকে পরাস্ত করে পোস্টে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। ৬৮ মিনিটে চিজোবা-র অসাধারণ ফাইনাল পাস থেকে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল ভিদাল। তবে সযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি। প্রাপ্ত সযোগ কাজে লাগাতে পারলে এই ফুটবলারটি এদিন হ্যাট্রিক করতে পারতো। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ ক্লাবও সুযোগ পেলেই আক্রমণে উঠে এসেছে। ৭২ মিনিটে সত্যম শর্মা-র শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। রামকৃষ্ণ ক্লাব আক্রমণে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের রক্ষণভাগ এদিন অনেক ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। দুই স্টপার রতন কিশোর জমাতিয়া এবং বিনোদ কুমার জমাতিয়া-র পাশাপাশি লেফট ব্যাক সিয়ামপুইয়া একপ্রকার দুর্ভেদ্য ছিল। ফলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের আক্রমণগুলি সহজে প্রতিহত করে ফরোয়ার্ড ক্লাব। শেষ পর্যস্ত নামমাত্র গোলে জয় পেয়েছে তারা। বড় বাজেটের দল গড়েও শিল্ড জয় করতে পারেনি। লিগেও শুরুটা দারুণ করলেও মাঝপথে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। সুপারের প্রথম ম্যাচে যথেষ্ট ছন্দেই দেখা গেলো তাদের। রামকৃষ্ণ ক্লাবকে বলা যায় এই বছরের জায়েন্ট কিলার। যদিও ফরোয়ার্ড ক্লাবের সাথে চলতি মরশুমে তিনবারের সাক্ষাৎ-ই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। লিগে সেভাবে লডাই করতে না পারলেও এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাব তীব্র লড়াই উপহার দিয়েছে। প্রথম ম্যাচেই উত্তেজক জয় পেয়ে স্বভাবতই পরবর্তী দুইটি ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি তাপস দেবনাথ বেশ শক্ত হাতেই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। যদিও কোন কোন পক্ষ তার ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত থাকবে। প্রথমার্ধের ১৬ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেছিল রামকৃষ্ণ ক্লাবের সুমিত ধানুক। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে ফের হলুদ কার্ড দেখে। ফলে রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেয়। ফরোয়ার্ড ক্লাবের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার শুভম চৌধুরী-কেও লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। মূলতঃ রেফারির প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের জেরেই তাকে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেফারি তাপস দেবনাথ। পাশাপাশি ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ফরোয়ার্ড ক্লাবের ভিদাল চিসানো এবং চিজোবা-কে হলদ কার্ড দেখান। অযথা বাঁশি বাজিয়ে ম্যাচের গতি মস্থর করে দেননি রেফারি। এটা না করেও ম্যাচ সফলভাবে সম্পন্ন করলেন।

অভিভাবকরা শঙ্কিত

সাতের পাতার পর
 বলে অভিযোগ। টিসিএ-র কর্তাদের এহেন ভূমিকায়
যথেষ্ট ক্ষুর্র ক্রিকেট মহল। কয়েকজন অভিভাবক বলেন, অনেক দিন ধরে আমরা
ক্রিকেটের সাথে যুক্ত। আমরা সমীরণ চক্রবর্তী-র আমলও দেখেছি আর অরিন্দম,
সৌরভ-দের সময়ও দেখেছি। কিন্তু বর্তমান কমিটিকে দেখে মনে হচ্ছে এরাজ্যে
ক্রিকেটকে ধ্বংস করার জন্য তারা চেয়ারে। এক সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়েই
টিসিএ-র যেন কাঁপছে। গোটা সিজনে তো হলো সদর অনুধর্ব ১৪ ও মহিলাদের
টি-২০। সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে অভিভাবকরা কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত বলা চলে।

উধাও গৃহবধূ

• আটের পাতার পর - এসে দেখেন স্ত্রী ঘরে নেই। রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত তিনি স্ত্রী এবং মেয়ের খোঁজে অনেকের কাছে ছুটে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন উঠছে, গৃহবধু স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছেন, নাকি অন্য কোন ঘটনার শিকার হয়েছেন? শনিবার বিকেলে বিজাল হোসেন বিশালগড় মহিলা থানায় স্ত্রী'র নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে মিসিং ডায়েরি করেন। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত গৃহবধূর উদ্ধারের খবর নেই।

যুবকের মৃত্যু

• আটের পাতার পর - থেকে খবর পেয়ে সঞ্জয়ের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। এদিন সকালে ময়নাতদন্তের পর যুবকের মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রেলের চাকায় কাটা পড়ে মৃত্যুর পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে। তিনি কি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন নাকি এর পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? রেল পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি। এখন পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসতে পারে যুবকের মৃত্যুর আসল কারণ।

মৃত্যু

• আটের পাতার পর - মৃত্যুর কারণে আইনি প্রথা মেনে মৃতদেহ পানিসাগর মহকুমা হাস পাতালের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ময়নাতদক্ত শেষে শনিবার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্যে আরও জানা যায়, পানিসাগর থানা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মৃত্যুজনিত একটি মামলা নথীভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। যে গাড়িটি ধাক্কা দিয়ে রূপক দাসকে রক্তাক্ত করে পালিয়েছে, সিসি ক্যামেরা গাড়ির ছবি সংগ্রহ করে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচছে। এখন দেখার, পুলিশ ঘাতক গাড়ি ও তার চালককে জালে তুলতে পারে কিনা।

হর্যল

• সাতের পাতার পর নিয়েছেন হর্ষল। এক মরসুমে সবেচিচ উইকেটের নিরিখে ডোয়েন ব্র্যাভোর সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন। আইপিএল-এ ভাল খেলায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে সুযোগ পান হর্ষল। দু'টি ম্যাচে চার উইকেট নেন তিনি।

পচা মাল

সদ্য 'প্রাক্তন' তকমাটি জুটেছে। কয়েকদিন আগেও শাসক দলের বিধায়ক ছিলেন আশিস কুমার সাহা। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দিল্লিতে গিয়ে যোগদান করেছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। শনিবার রাজ্যে ফিরে বক্তৃতা করেছেন শহরের কংগ্রেস ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে। বক্তব্যের শেষদিকে প্রচলিত একটি লোকগানকে নিজের মত করে গাইলেন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমা ছেড়ে মাইকে আশিসবাবু গানের ভঙ্গিমায় বললেন— 'তুমি তো পচা মাল, পচা লইয়া থাইক্ক/যারা ভাল ভাই তারা তাড়াতাড়ি আইও'।

সাত জন

মালা একটাই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার রঙে মালাটিকে তৈরি করা হয়েছে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মিলিয়ে এতটাই বড় মালা যে মোট সাত জন এর ভেতরে ঢুকে পড়তে পেরেছেন। কংগ্রেস ভবনে ফিরে আসার পর শনিবার ওই মালার ভেতরে একে একে মোট ৭ জন ঢুকে পড়লেন। করতালি আর দলীয় ধ্বনিতে এলাকাটি তখন সরগরম। আর মালার ভেতরে তখন উপস্থিত দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন সমীর রঞ্জন বর্মণ, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা, ডা. অজয় কুমার, বীরজিৎ সিনহা, গোপাল রায় এবং আসাম কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রী যোশি।

গাড়ি বদল

ছড খোলা একটি সুসজ্জিত গাড়ি মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। সুদীপ-আশিসবাবুরা বিমানবন্দরে নেমে ওই গাড়িটিতে উঠবেন সেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন দলীয় কর্মীরা। গাড়ির সামনে এসে সিদ্ধান্ত বদল হলো। একসঙ্গে ৬-৭ জন মিলে উঠে পড়লেন একটি সজ্জিত মিনি ট্রাকে। আর সুসজ্জিত গাড়িটি নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন দলের ৫-৬ জন যুব কর্মীরা।

তেরঙ্গায় জামা

বাইকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি বাইসাইকেল। আরোহীর সাইকেলে ৫টি কংগ্রেসের পতাকা লাগানো। বিমানবন্দর থেকে এদিন মিছিলটির সঙ্গে তিনি দারুণ উদ্যম নিয়ে পথ পরিক্রমা করেন। নিজের পরনের পোশাকটিও ছিল তেরঙ্গার ডিজাইনে। বুকের দিকে হাত চিহ্ন, পেছনেও তাই। এদিন মিছিলে নজর কাড়েন তিনি।

পকেটে গোলাপ

সুদীপবাবুরা যখন বিমানবন্দরে নামলেন, তখন দলীয় কর্মীরা অনেকেই ফুলের মালায় বরণ করেছেন তাদের। মালা পরানো হয়েছে বীরজিৎ সিনহা থেকে শুরু করে গোপাল রায়কেও। ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমারও মালা পরেছেন। কিন্তু 'জয় ত্রিপুরেশ্বরী' লেখা মিনি ট্রাকে উঠেই সুদীপ আর বীরজিৎবাবুরা হাতে দুটো গোলাপ নিলেন। সুদীপবাবু গোলাপ ঢোকালেন নিজের জহর কোটের পকেটে।

ভূমিষ্ঠ

মঞ্চে উঠেই নিজের বাবাকে পেলেন। হয়তো এমন একটি মুহ্নর্তের অপেক্ষাই করছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ। দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গিয়েছিলেন ছেলে সুদীপ। ফিরে এসেছেন নিজের পুরোনো দলেই। সুদীপ মঞ্চে উঠেই ভূমিষ্ঠ হয়ে বাবাকে প্রণাম করলেন। দু'জন তখন আবেগঘন। দু'জনের চোখেই জল। বাবা ছেলেকে কাছে নিয়ে চুমুও খেলেন। দলীয় কর্মীরা গলা ফাটিয়ে ফ্লোগান তুললেন— বন্দে মাতরম!

ঘুম শেষ

বিজেপির ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে। বিপ্লব এন্ড কোম্পানি আতঙ্কিত। ২০২৩ সালে কংগ্রেস এ রাজ্যে সরকার গড়বে। আজ তো শুধু আপনারা ট্রেলার দেখলেন, সামনে সিনেমা বাকি আছে — এসব বলেই শনিবার সুদীপ-আশিসবাবুদের সঙ্গে মিনিট্রাকে উঠে পড়েন রাজ্যের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায়।

মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি বেঁচে থাকলে হয়তো কন্টই পেতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতাকে ধার করে যে চারটি লাইন দিয়ে শনিবার কংগ্রেস ভবনের বক্তৃতা মঞ্চের মূল ব্যানারটি করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে চাঙ্গা করলেও, খোদ প্রিয়াক্কা-রাহুল গান্ধির ছবির সঙ্গে ডা. অজয় কুমার এবং বীরজিৎবাবুর ছবি খানিকটা বেমানানই হয়ে থাকলো।

কংগ্রেস প্রীতি

তখনও তিনি বিজেপির বিধায়ক। তবে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত। করোনাকালে অহরহ যখন মানুষ মরছে, তখন নিজের স্ত্রীকে নাকি বলে রেখেছিলেন সুদীপ রায় বর্মণ, করোনায় যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে তিনি বিজেপি বিধায়ক হলেও তার মরদেহটি যেন একবার কংগ্রেস ভবনে যায়।

শেষ ইচ্ছা

বাধারঘাটের তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সরকার তখন গুরুতর অসুস্থ। সুদীপবাবুদের সঙ্গেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল হয়েছিলেন এরপর বিজেপিতে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতে সুদীপবাবুকে নাকি একদিন ফোনে জানিয়েছেন, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলে ফের কংগ্রেসে যেতে চান তিনি। কারণ, এই দলটা আর করা যাচ্ছে না। যদিও হাসপাতাল থেকে তিনি আর বেঁচে ফেরেননি। এসেছে তার মরদেহ।

ভুল সিদ্ধান্ত

রক্তে তার কংগ্রেস। ডিএনএ তার কংগ্রেসের। কংগ্রেস ভবনের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ এভাবেই কথা বললেন। জানালেন, বিজেপিতে যাওয়াটা তার ভুল হয়েছিলো।

পৃষ্ঠাপ্রমুখ

নির্বাচন এলেই পৃষ্ঠাপ্রমুখদের ডাক পড়ে। নির্বাচন চলে গেলে পৃষ্ঠাপ্রমুখদের খোঁজ কে রাখে? এরা দুঃখে কষ্টে কোনওক্রমে দিন যাপন করে। এবার সেই পৃষ্ঠাপ্রমুখদেরকেই কংগ্রেসে আসার ডাক দিলেন সুদীপ রায় বর্মণ।

ইউজ অ্যান্ড থ্ৰু

বিজেপি কারো উপরেই বিশ্বাস করে না। শুধু নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে মারবে। অর্থাৎ ইউজ অ্যান্ড থ্রু পলিসিতেই বিশ্বাসী তারা। যেখানে আমাদের মতো লোককেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তো আপনিরা কোন ক্ষেতের মূলো? বললেন সুদীপ রায় বর্মণ।

প্রথম পাতার পর

বলেছেন, এবার পাহাড়ে উল্টো

গুণতি শুরু হবে। আগে শাসকেরা

ক্ষমতা দখলের অংকে কুড়িটি

আসন নিশ্চিত ধরেই নিয়ো গুণতি

শুরু করতো। এবার বিরোধীরা কুড়ি

আসন নিশ্চিত ধরে একুশ থেকে

ক্ষমতা দখলের গুনতি শুরু করবে।

সুদীপবাবুর এই ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ পাহাড়ে এই মুহূর্তে তিপ্রা

মথা'র যে প্রভাব এবং প্রতিপত্তি

এতে করে আগামী বিধানসভা

নির্বাচনে মেলারমাঠ, পোস্ট অফিস

চৌমুহনি এবং রাজবাড়ি যদি একই

সরল রেখায় হেঁটে নির্বাচনের দিকে

এগিয়ে যায়, তাহলে পাহাড়ের

কুড়িটি আসনের সবক'টি থেকেই

শাসক বিজেপিকে মুখ মুছে চলে

আসতে হবে। ক্ষমতা দখলের

অংকে সমতলের একুশ থেকে

গুণতি শুরু করবে এই ত্রিশক্তি।

সুদীপবাবু এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে

পাহাড়ে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন

আটকে রাখায় সরকারের যখন

সমালোচনায় সরব হয়েছেন

সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের

'ক-সি-তি 'ব্রহ্মাস্ত্রে বিজেপি বধ

অভিযোগ এনেছেন, এর কিছুক্ষণ বাদেই রাজ অন্দরে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রায় একই সুরেই সুর মিলিয়ে তিপ্রা মথা ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন সূচি ঘোষণা করে দিয়েছে। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, সুদীপ রায় বর্মণ এবং প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের রাজনৈতিক ভাবনার সূত্র একই ভিত্তি থেকে জারিত। ফলে, বিজেপি সরকারকে হঠাতে পোস্ট অফিস চৌমুহনি, মেলারমাঠ এবং রাজ অন্দর যে একই সরল রেখায় আসতে চলেছে সেই ইঙ্গিত এদিন পৃথক পৃথকভাবে তিনটি জায়গা থেকেই মিলেছে। বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে দলের কর্মীদের আহ্বান জানানোর পর সুদীপবাবু বলেছেন, প্রতিবেশী কমিউনিস্ট হলেও তার বাড়িতেও যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভূলে কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্তের পাশে

প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। যার যা আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সুদীপবাবুর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি বলেন, অনেকদিন আগে থেকেই তারা এই দাবি তুলেছেন। সুদীপবাব কট্টর বাম বিরোধী হলেও বাম আমলে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে অভিযোগ করে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গেলেও বাম আমলেই তিনি দীর্ঘদিন বিধায়ক এবং বিরোধী দলনেতা ছিলেন। সেই সময়কালে সুদীপবাবুকে কোনওদিন এভাবে অপমানিত হতে হয়নি, যেটা তিনি মন্ত্ৰী থাকাকালীন এবং মন্ত্ৰিত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পর হয়েছেন — জীতেন চৌধুরী জানান, সুদীপবাবু কখনও কখনও স্বীকার করছেন, বামেদের ২৫ বছরের শাসনেও যা হয়নি তা এই চার বছরের

শাসনকালে হয়ে গিয়েছে। জীতেন

গিয়ে দাঁডাবেন। আত্মরক্ষায়

চৌধুরীর বক্তব্য, সুদীপ রায় বর্মণ প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন বাম আমলে গণতন্ত্র ছিলো। বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর দিল্লি থেকে রাজ্যে এসে সুদীপবাবু কাৰ্যত আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি বাজিয়ে দিয়েছেন শনিবার এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন, শাসক বিজেপিকে হারাতে ভোট ভাগ আটকে দিয়ে কিভাবে এদের শবক শেখাবেন সমস্ত অবিজেপি ভোটকে এক বাক্সে ফেলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, একে আরও সুস্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিজেপিকে হঠাতে আমাদের কাছে কেউই অচ্ছুত নয়। অর্থাৎ শক্রর শক্র আমার মিত্র এই সূত্র মেনেই এগিয়ে যাবে কংগ্রেস। সুদীপবাবুর এই বক্তব্যের পর বিজেপি আমলে অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত কর্মীরা কার্যত কংগ্রেস মুখো হতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ, তারা বুঝে

গিয়েছেন, ২০১৮ সালে সমগ্র বাম বিরোধী ভোট যেভাবে বিজেপির দিকে গিয়েছিলো এবার সেই সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীন। তার উপর ১০৩২৩, সর্বশিক্ষা, রেগা, অনিয়মিত কর্মচারীরা এবং চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা পুরোপুরি বিজেপির বিরোধী শিবিরে ভোট দেবে। সমস্ত ভোটকে এক বাক্সে আনতে গেলে ভোট ভাগ রোধ করাই হবে প্রথম কাজ। সুদীপবাব কার্যত এদিন সেই বার্তাই দিয়েছেন। বিজেপিকে হারাতে যা যা করা প্রয়োজন, এর সবকিছু করতেই রাজি বলেও সুদীপ রায় বর্মণ এদিন কার্যত তার ৪৬ মিনিটের ভাষণের নানা জায়গায় ইঙ্গিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, সুদীপবাবুর অংক আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেলারমাঠ এবং রাজ অন্দর থেকে যেভাবে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হলে আগামী ২০২৩ সালের ভোটে রাজ্যে অবিজেপি সরকার যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এটা প্রায় সুস্পষ্ট।

সরকার আন্তরিক

• প্রথম পাতার পর দমন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল নজির স্থাপন করেছে এই বাহিনী। ফলশ্রুতিতে মহিলারাও বর্তমানে এই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করছেন। প্রসঙ্গত, এই বাহিনীতে কর্মরত হাবিলদার বিষ্ণু নট্টর ছেলে প্রসেনজিৎ নট্ট টিপিএস পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছে। এরজন্য তাকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করে। বাহিনীতে কর্মরত অবস্থাতেও সময় বের করে অধ্যয়নের দ্বারা নিজেকে। আরও বিকশিত করার সুযোগকে কাজে লাগানোর উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত বিভিন্ন প্রদেশ। তার সুফল বাস্তবায়িত হচ্ছে ত্রিপুরাতেও। জওয়ানদের পোশাকের নতুনত্ব, বর্ধিত বেতন, অ্যালাউন্স সহ বিভিন্ন বিষয়ের জন্য জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। পরিদর্শনের সময় জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের। পক্ষেও মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের পরিবারের শিশুদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করেন। রাজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিযুক্ত জওয়ান ও পরিবারের সদস্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন। পেশাগত কর্তব্য পালনের পাশাপাশি টিএসআর জওয়ানগণ নিজেদের অত্যাবশকীয় পণ্য সামগ্রী পারদর্শীতার সাথে নিজেরাই প্রস্তুত করেন। টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে কর্তব্যরত জওয়ানরা স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে, বেশন গুড়ো, আটা, জিরা গুড়ো-সহ বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করছেন। জওয়ানদের এই ধরণের কর্মকান্ডের জন্য প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব প্রমুখ।

স্লোগানে সুদীপ, সমর্থনে জীতেন

 প্রথম পাতার পর মুাজবুর রহমান, এতদিন পরেও যে একই মন্ত্র উচ্চারিত হবে এবং কোনও রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করতে বঙ্গবন্ধুকেই স্মরণ করবেন এই প্রজনোর নেতারা তা বোধ হয় কল্পনারও অতীত ছিলো। কিন্তু শনিবার সুদীপবাবুর বক্তব্যের একাংশে সেই বঙ্গবন্ধুই যেন প্রাণবস্ত হয়ে উঠেন বার বার। বর্তমান বিজেপি সরকারকে রাজাকার সরকারের সঙ্গেও তুলনা

সিরিয়াল কিলার

• ছয়ের পাতার পর সিরিয়াল কিলার। সম্প্রতি পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন আদেশ এবং তাঁর গ্যাং। গত ন'বছর ধরে ছয় রাজ্যে অপারেশন চালিয়ে ৩৩ জনকে খুন করেছেন আদেশ। তাঁর শিকার ছিলেন ট্রাক চালকরা। হাইওয়ের ধারে ধাবাগুলিতে জাল বিছাতেন আদেশ ও তাঁর গ্যাং।

রাখলেন দাদা!

• ছয়ের পাতার পর বেরিয়ে এল হঠাৎ। পাশের ঘরেই শুয়েছিলেন তরুণীর স্বামী। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই কথা কাটাকাটির বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। এর পর হঠাৎই আর্তনাদের আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে দেখেন স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাচ্ছেন তাঁর দাদা। আর তাঁর পা ধরে আছেন মা।

প্রমাণ দিয়ে এদিন বক্তব্য রেখে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা, নারী সম্মান, বেকার দরদ, কর্মচারী উন্নয়নের যাবতীয় ফুলানো বেলুন এদিন ফাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। একের পর এক তথ্যে সরকারি প্রবক্তাদের মুখে যেন ঝামা ঘষে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ক্ষমতা দখলের পর থেকেই বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শুধু বিরোধী দলের ক্মী-সমর্থকরাই নয়, স্বদলে প্রতিবাদীদের বাড়ি ঘরেও হামলাবাজির ঘটনা ঘটেছে। একেকটি বাড়িতে চার বছরে আট/দশবারও হাঙ্গামা হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই সুদীপবাবু এবার প্রতিবাদে প্রতিরোধে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

শাকিব

সাতের পাতার পর বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতেও যথেষ্ট জনপ্রিয় শাকিব। আইপিএল নিলামের প্রথম দিন বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউভারের দল না পাওয়া কিছুটা বিদ্ময়ের। তেমনই বিদ্ময়ের বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান তথা অস্ট্রেলীয় তারকা স্টিভ স্মিথের দল না পাওয়া। আগ্রহ ছিল প্রোটিয়া ডেভিড মিলারকে নিয়েও। সুরেশ রায়না অবশ্য দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটের বাইরে।

মাতৃশক্তি

প্রথম পাতার পর দেওয়া হয়েছিল

বলে তাদের অভিযোগ।রাজা চৌধুরীদের 'মাফিয়া'বলে উল্লেখ করে তাদের বক্তব্য, এইরকম আগেও কয়েকবার হয়েছে, এই প্রথম নয়, আগে অন্তত তিনবার গণ্ডগোল হয়েছে পুলিশের কাছে নালিশ করা হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।বরঞ্চপুলিশের সাথে 'মাফিয়া'দের বোঝাপড়া আছে বলে তাদের মন্তব্য। থানায় যখন তারা নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন,তখন তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। শনিবারেও গণ্ডগোলের পর এনসিসি থানার পুলিশ এসেছিল, এসে পুলিশ 'মাফিয়াদের' পক্ষ নেয় এবং মহিলাদের হুমকি দেয় যে তাদের 'জেলের ভাত খাইয়ে আনব'বলে।এই অভিযোগ করে মহিলারা বলেছেন যে 'মাফিয়াদের' একপাশে ডেকে নিয়ে পুলিশ তাদের বলেছে যে যদি বেড়া দিয়ে সামলাতে না পারেন তারা, তবে কেন তারা বেড়া দিতে গেলেন।নতুন পাড়া হচ্ছে, বাড়ছে রাস্তার দৈর্ঘ। বিশাল এলাকা। যারা বাড়ি করছেন তাদের বক্তব্য, তাদের বাড়ির জমি তাদেরই মালিকানার। তবে পুরো জমি এলাকার পুরোটাই ব্যক্তি মালিকানার কিনা, নাকি তাতে সরকারি জমিও মিশে আছে, সেটা জানা যায়নি। ঘোলাজলে শিকার করে এলাকার দখল 'মাফিয়া' রাজা চৌধুরীরা নিজেদের কজায় নিতে চাইছেন বলে অভিযোগ। জমি দস্যুদের বিরুদ্ধে এই সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে শোনা যায়, তবে রাজ্যের অনেক জায়গাতেই জমি নিয়ে ব্যাপক সিভিকেটরাজ চলছে। প্রতিবাদী কলম জমির টাকার বাটোয়ারা নিয়ে দুই বিজেপি নেতার টেলিফোনিক কথোপকথনও খবর করেছে। বডজলার ঘটনা ইঙ্গিত করছে যে, জমি নিয়ে গণ্ডগোলে পুলিশ মাফিয়াদের সাথে বোঝাপড়ায় থাকে। এই বড়জলাতেই সরকারি জমি এক বিজেপি নেতা বিক্রি করে দিচ্ছে বলে এলাকাবাসী জেলা শাসকের কাছে নালিশ করেছেন এই সপ্তাহেই।রাজা চৌধুরী অনেকদিন ধরেই 'ডন' হিসাবে পরিচিত। জমি নিয়ে কারবার তার বহুদিনের। সেটা সোজা পথে নয় বলেই অভিযোগ। রাজনৈতিক বদলের সাথে তারও রঙ বদলায়। ইদানীংকালেও একবার রঙ বদল হয়েছে, আবার দ্বন্দুও। বড়জলার ঘটনায় পুলিশ গেলেও এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেই।

দাবি উঠেছে

• সাতের পাতার পর দিতে চলেছেন তিনি। ক্রিকেটপ্রেমীরা চাইছে, রাজ্য ক্রিকেটের শুভাকাঙক্ষীরা একযোগে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোক। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও তারা দেখা করুক এটাই চায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

টৰ্নেডো না আম্ফান!

• প্রথম পাতার পর ভবিষ্যতে তাদের কৌশল কি হবে বা হতে চলেছে? এই নিয়ে সিপিআইএম'র ভেতরেও

মতানৈক্য রয়েছে। তবে দলে ভারী যারা তারা মনে করেন না বিধানসভায় অনাস্থা দিয়ে সরকার ফেলে দেওয়া যাবে। বরং সিপিআইএম যদি মার্চের বাজেট অধিবেশনে অনাস্থা আনে তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সিপিআইএম ইস্যুতে সব বিজেপি ফের ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এতে সিপিআইএম'র ক্ষতিই বেশি, বরং রাজনৈতিক অবস্থান মতো সিপিআইএম বাজেটের বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল বিলগুলির বিরোধিতাই করবে। রাজ্যের স্বার্থে ট্রেজারি বেঞ্চের কোনও কোনও সদস্য যদি গঠনমূলক সমালোচনায় এই বিরোধিতায় সায় দেন তাহলে বাজেট আটকে যেতে পারে। সাংবিধানিক সংকট অবশ্যস্তাবী হবে। তবে সরকার নাও পড়তে পারে। প্রথা অনুযায়ী সংখ্যায় ঘাটতিতে বাজেট পাশ করানো না গেলে সরকার রাজ্যপালের শরণাপন্ন হন। রাজ্যপাল বিধানসভা অধ্যক্ষের রিপোর্ট তলব করে সিদ্ধান্ত জানান। সেই সিদ্ধান্ত হতে পারে শক্তি পরীক্ষার, কিংবা রাজ্যপাল বলে দিতে পারেন, সভায় উপস্থিতদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাজেটের পক্ষে ছিলেন তাই বাজেট পাশ হয়ে গেল। দেশে কেন্দ্র রাজ্য যক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে বিরোধী দলগুলির মনে এই সময়ে যে আশঙ্কা সেই আশঙ্কাতেই সিপিআইএম মনে করে এই আমলের রাজ্যপালের শক্তি পরীক্ষার কথা বলবে না বরং দ্বিতীয়টিই বলবে। হয়তো শেষ অবধি সরকার পড়তে দেওয়া হবে না। তাই সাংবিধানিক ফাঁকফোকরের চেয়ে সিপিআইএম এখন মনোযোগী সংগঠন নিয়ে। বিজেপি-আইপিফেটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের অধিকাংশ লোকাল অফিস অস্তিত্বহীন। যেখানে যেখানে অফিসগুলি দাঁডিয়ে আছে সেগুলিও খোলার উপায় নেই শাসক দলের প্রতিরোধের সামনে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিপিআইএম ছোট আকারে হলেও সাংগঠনিক কর্মসূচি শুরু করেছে নানান জায়গায়। চার বছরে প্রথম মিছিল দেখছেন কোনও কোনও বিধানসভার মানুষ। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাত ছাড়া হয় তা চান না নেতারা। আবার এমন কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না, পা ফেলছেন মেপে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় গিয়ে জীতেন চৌধুরী বলে এসেছেন — "আমরা চাই না সরকার পড়ে যাক। সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ থাকুক আর মানুষ এদের মুখ মুখোশ ভালো করে জানুক।" আবার আগরতলার দলীয় অনুষ্ঠানে বলেছেন, —"বিজেপির আভ্যন্তরীণ রক্তপাত শুরু হয়েছে প্রথম দিন থেকেই, এখন রক্তশূন্যতা বাড়বে।" প্রথম বক্তব্যে বিপ্লব কুমার দেব'র জন্য আশ্বাস জোগালেও দ্বিতীয় বক্তব্য বিপ্লব বিরোধীদের জন্য উৎসাহের হতে পারে। বস্তুত আগামী নির্বাচন অবধি কিংবা আশিস কুমার সাহা, সুদীপ রায় বর্মণের কথিত ''টর্নেডো'' নেমে আসার আগে অবধি সিপিআইএম এই রকম ভারসাম্যের খেলা দিয়ে নিজের মাটি শক্ত করতে চাইবে। তবে সিপিআইএম'র কাছেও খবর রয়েছে বা তারা আশাবাদী রয়েছেন, টর্নেডো না হলেও আম্ফানের ঝাপটা আসছেই। সেই ঝাপটায় অনেকটাই টালমাটাল হতে হচ্ছে বিপ্লব কুমার দেব'র বিজেপি এবং সরকারকে।

প্রয়াণের ২৬৫ দিন পর বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ ফেব্রুয়ারি ।। প্রয়াণের ঠিক ২৬৫ দিনের মাথায় আগামী রবিবাসরীয় তে অন্তোষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে চিরবিদায় জানানো হবে বৌদ্ধ ভিক্ষু গুনানিজু মাহাতকে। আমবাসা মহকুমার ঘন্টাছড়াস্থিত বুদ্ধমঠে সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক ধর্মীয় রীতিতে বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেই অন্ত্যোষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠান। যার পোশাকি নাম রাখা হয়েছে ''যবনিকা"। মূল অনুষ্ঠান রবিবার বিকাল আড়াইটার সময় হলেও মঠ প্রাঙ্গণে শনিবার থেকেই শুরু হয়ে



গেছে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। আর এতেই লক্ষ্য করা গেছে বহু মানুষের ভীড়। উদ্যোক্তাদের দাবি, রবিবার দুপুরে কম করেও দশ হাজার বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বী মানুষ ভীড জমাবে তাদের প্রিয় ভিক্ষু গুনানজী মাহাতকে অস্তিম বিদায় জানাতে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ২০২১

সালের ২৪ মে পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন গুনানজী মাহাত। এরপর দীর্ঘ ২৬৫ দিন যাবৎ একটি বাক্সে সংরক্ষিত করে রাখা আছে এই ধর্মগুরুর নশ্বর দেহ। রবিবার উনাকে সুদৃশ্য রথে চড়িয়ে দেওয়া হবে বিদায়। এরজন্য বিশাল রথ প্রস্তুত। রবিবার রকেট বাজি দ্বারা রথে অগ্নিসংযোগ করা হবে। এরপর রথ প্রজ্জ্বলিত হবে , যার সাথে সাথেই বিলীন হবে রথে রাখা নশ্বর দেহ। শনি ও রবি দুইদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বহু দোকানি তাদের পসার সাজিয়েছে মঠ প্রাঙ্গণে।

গুরুতরভাবে অবসরপ্রাপ্ত

শিক্ষক আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া ১২ ফেব্রুয়ারি।। বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৮৪ বছরের শৈলেন্দ্র ঘোষ স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার বিকেল সাডে পাঁচটা নাগাদ সোনামুডা-বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের পূর্বাংশে এই দুর্ঘটনা। আহত শৈলেন্দ্র ঘোষের বাড়ি দক্ষিণ মহেশপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডে। অন্যান্য দিনের মতো শৈলেন্দ্র ঘোষ কাঁঠালিয়া বাজার থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই একটি বাইক এসে তার পেছনে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের ধাক্কায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। যদিও পথচারী লোকজন তড়িঘড়ি আহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন শনিবার স্থানীয় হাসপাতালে রাখার জন্য।

তিন মাসে তিন মৃত্যু, পঞ্চশ্ৰী পরিবারে শোক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। চলে

তবে রবিবার উন্নত চিকিৎসার জন্য

তাকে আগরতলায় রেফার করা হবে।

গেলেন আমবাসা সদরের বিধান সরণি এলাকার প্রবীণতম নাগরিক বকুল প্ৰভা সাহা। আমবাসা মহকুমার সর্বজনপরিচিত পঞ্চশ্রী প্রতিষ্ঠানের বয়োজোষ্ঠ সদস্যা তথা সাংবাদিক দিব্যেন্দু সাহা (বাপ্পা)র ঠাকুমা ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। উনার মৃত্যুর খবর পেয়ে পঞ্চশ্রী পরিবারের সাথে বিভিন্ন ভাবে বহু মানুষ তাদের বাড়িতে জড়ো হয়ে প্রয়াতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়। এদিন অপরাহে ডলুবাড়ি মহাশাশানে উনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখ করা যায়, গত তিন মাসের মধ্যে পঞ্চশ্রী পরিবারে এটি ততীয় মৃত্যুর ঘটনা। বকুল প্রভা দেবীর মৃত্যু বার্ধক্যজনিত কারণে হলেও বাকি দু'জনের ছিল অকাল মৃত্যু। ফলে একের পর এক মৃত্যুর ধাক্কায় এই বনেদী পরিবারটি এখন যেন ভাঙ্গা হাট। আর এতে প্রবল শোকাহত বিধান সরণির মানুষ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি'র কিষাণ মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জওহর সাহা দেবীপুর গোশালা পরিদর্শনে করেন। তার সাথে ছিলেন বিজেপি কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বরণ রায়, সিপাহিজলা জেলা (উত্তর) বিজেপি সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা এবং বিজেপি কিষাণ মোর্চার কমলাসাগর মভল সভাপতি অনিমেষ সরকার। ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের সময় বিএসএফ যেসব গবাদি পশুকে আটক করে দিল্লির এক সংস্থা সেইসব গবাদি পশুকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে এই গোশালা পরিচালনা করছে। খাবারের অভাবে গবাদি পশুর দুরবস্থা দেখে সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে যান। জওহর সাহা অত্যন্ত দুঃখ

এবং ক্ষোভ ব্যক্ত করেন

গোশালার ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

দেখলেন জওহর

চারের নয়া ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মোহনপুর মহকুমার সীমান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে গাঁজা পাচার। গত কিছদিন ধরে এই পাচার ব্যাপকহারেই বেড়েছে। বিশেষ করে বামুটিয়া থেকে মোহনপুর বাজার পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে এই পাচার বেশি। বামুটিয়ার জলিলপুর এবং সোনাই নদীর উপর দিয়ে প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়ে যায় পাচার। জানা গেছে, এই বছর মোহনপুরে গাঁজার চাষ ভালো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে প্রভাবশালী নেতা এবং পুলিশকে টাকা দিয়ে এই গাঁজা চাষ করেছে। ফলন ভালো হওয়ার পরই শুরু হয়ে গেছে পাচার। জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচার করতে গিয়ে বেশিরভাগ থানা ম্যানেজ করতে গিয়ে প্রত্যেক মাসে কোটি টাকার উপর খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই বেশির ভাগ থানার ওসি বদল হয়েছে। নতুন করে রেট চার্ট তৈরি হচ্ছে। দাম বাড়াতে গিয়ে খরচও বেড়েছে পাচারকারীদের। এই কারণে নিরাপদ রাস্তা হিসাবে বাংলাদেশকে বেছে নিচেছ পাচারকারীরা। বাংলাদেশ দিয়ে কম খরচে নেশা দ্রব্য মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার গাঁজা চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বহু কোটি টাকার ব্যবসা এই গাঁজায়। গাঁজা গাছ ইতিমধ্যেই কাটা শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন প্যাকেটের পর প্যাকেট সীমান্তের ওপারে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। বিএসএফ'র সঙ্গে রীতিমতো চুক্তি করেই গাঁজা ওপারে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ অবশ্য আগে থেকেই ম্যানেজ হয়ে আছে। বদলির বড় তালিকার মধ্যেও বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসির নাম নেই। থেকেই পাচারকারীদের সম্পর্ক রয়েছে বামৃটিয়া ফাঁড়ির ওসির সঙ্গে। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে জলিলপুর এবং সোনাই নদীর তীর বেছে নিয়েছে পাচারকারীরা। প্রায় প্রত্যেকদিনই রাতে বিদ্যৎহীন হয়ে পড়ে এই

এলাকাগুলি।সীমান্তের লাইটও এই সময়ে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ না থাকায়। অন্ধকারের সুযোগে দামি দামি গাড়ি সীমান্তের কাছে চলে যায়। কাঁটাতারের উপর দিয়ে রীতিমতো ভলিবল খেলা চলতে থাকে। এপার থেকে ওপার ছোড়া হয় গাঁজার প্যাকেট। ওপার থেকে এপারে আসে টাকার ব্যাগ এবং অন্যান্য নেশা দ্রব্য। এই খেলার সময় বিএসএফ কখনোই সামনে যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বামুটিয়া ফাঁড়ি সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের সঙ্গে ভালো সেটিং মিলে গেছে পুলিশ এবং বিএসএফ'র। এলাকাবাসীদের দাবি দ্রুত পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ান যারা এই এলাকায় দায়িত্বে আছেন তাদের বদলি করতে হবে। এরা থাকলে কখনোই গাঁজা পাচার এই সীমান্ত দিয়ে বন্ধ হবে না। পাচার বন্ধ করতে চায় না অবশ্য প্রভাবশালী নেতারাও। সবটাই হচ্ছে নেতার ইচ্ছাতেই। সব জেনেও পাচারকারীদের সহযোগিতার জন্য দুর্নীতিপরায়ন পলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানদের

কারণেই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গাঁজা পাচার হচ্ছে বামুটিয়া এবং মোহনপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত হিসেবে গড়ে তলবেন বলে স্লোগান দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিজেপির কয়েকজন নেতা এবং পুলিশের ডিজিপিও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে উদ্যোগের কথা জানান। কিন্তু সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীর মহকুমা এলাকা দিয়েই রাজ্যের সবচেয়ে বেশি গাঁজা চাষ এবং পাচার হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ উঠলেও পুলিশ অথবা বিএসএফ কারোর পক্ষ থেকেই মোহনপুর মহকুমায় নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে না। শুধমাত্র কয়েক দফায় এসডিপিও-কে দিয়ে ছোটখাটো গাঁজা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান করানো হয়েছে। সবটাই নাকি লোক দেখানো। কারণ নেতার অনুমতি ছাড়া গাঁজা পাচারকারীদের আসরে ঢিল ছুঁড়তে নারাজ পুলিশ।

নিয়োগ নিয়ে ফের অনিয়ম এজিএমসি'তে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা ১২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা সরকারি মেড মেডিক্যাল কলেজে ফের নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ৩৪ জন বেসিক টিচার নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে মাত্র একজন হলো এসসি ক্যাটাগরির। এই বিষয়কে নিয়ে আগরতলা মেড মেডিক্যাল কলেজ ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী ১০০ শতাংশ রোস্টার প্রথা কলেজ কর্তৃ পক্ষ অমান্য করছে। যা সংবিধান বিরোধী। এমনিতেই আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে ফেকাল্টি নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে অনেক দিন ধরে। এই পরিস্থিতিতে ফের এ ধরনের উদ্যোগ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন এসসি ভুক্ত চিকিৎসকরা। এ বিষয়ে তারা আইনের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান। উল্লেখ্য, দেশের কোথাও মেডিক্যাল কলেজের ফেকাল্টিরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। কিন্তু ত্রিপুরায় ভিন্ন চিত্র। এখানে মেডিক্যাল কলেজের ফেকাল্টিরা নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। ফলে হাসপাতাল ও কলেজের পঠনপাঠন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ পাওয়া গেছে আজ এজিএমসি থেকে।

কোভিড ওয়েবে একদিনে পজিটিভ ১০০৭৭৫!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকার'র কোভিড-নাইন্টিন নামে একটি ওয়েব সাইট আছে, তাতে কোভিড সম্পর্কিত তথ্য থাকার কথা। যেমন কোভিড হসপিটাল, সেন্টার ও কোভিড কেয়ার সেন্টার ইত্যাদিতে কত বেড খালি আছে, কত বেডে রোগী আছেন, সেসব তথ্য থাকার কথা, আছেও, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৪৪ জন রোগী ভর্তি আছেন সারা রাজ্যে, আর ৩৪৮৫ বেড খালি আছে।আর স্বাস্থ্য দফতর সংবাদমাধামকে যে তথ্য দেয় তাতে ২৫৬ জন সক্রিয় কিংবা চিকিৎসাধীন রোগী আছেন সারা রাজ্যে। ওয়েব সাইটের সেই তথ্য ছয় মাসের পুরানো, গত ২৩ সেপ্টেম্বরের পর আর আপডেট হয়নি তথ্য। ঠিক তেমনি প্রতিদিন স্বাস্থ্য দফতর যে বুলেটিন দেয়, তাও এক বছরে আপডেট হয়নি রাজ্যের স্টেট পোর্টালে,২০২১ সালের ১৫ জানুয়ারি শেষবার দেওয়া হয়েছিল। পুরো সেকেন্ড ওয়েব চলে গেছে, থার্ড ওয়েবও শেষের মখে, অথচ তথ্য দেওয়া বন্ধ। সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন কত নতন রোগী শনাক্ত হলেন, কত পজিটিভিটি রেট,মৃত্যু কত,এসব জানতে পারে, যদি পত্রিকা সেই তথ্য ছাপায় তবেই সাধারণ মানুষ পরদিন জানতে পারবেন। ওয়েবসাইট সকলেই দেখতে পারবেন, যেকোনও সময়, তাতে তথ্যের এই ছিরি! কোভিড ওয়েবসাইটে প্রতিদিন ভ্যাকসিনের কী তথ্য তা জানা যায়নি। যদিও সে সম্পর্কে আইনি নির্দেশ আছে। সেখানে রাজ্যে কোভিডের কী স্টেটাস, সেই তথ্য দেরিতে দেওয়া হয়। ১২ ফেব্রুয়ারিতে ১১ ফেব্রুয়ারির তথ্য। গত ১০ দিনের যে গ্রাফ, সেখানে 'সার্ভিলেন্স'-এ সব শুন্য বসানো। আন্ডার সার্ভিলেন্স, ফ্যাসিলিটি সার্ভিলেন্স, হোম সার্ভিলেন্স, সব শূন্য। গত ১০ দিনের মোট টেস্ট,টোটাল পজিটিভ বা টোটাল নেগেটিভ তথ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখাচ্ছে, টোটাল টেস্ট ২৩৭৮২৬, টোটাল পজিটিভ ১০০৭৭৫, টোটাল নেগেটিভ ২২৭৭৮৫১। এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টার একটু পরে। ত্রিপুরায় প্রথম থেকে যা টেস্ট হচ্ছে বা যত পজিটিভ, ইত্যাদি তথ্যই নির্দিষ্ট তারিখের হিসাব বলে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য গত ১০ দিনের স্টেটাস বলে আলাদা করে কিছু দেওয়ার নেই, সেই হিসাব বড় করে সেই পাতার প্রথমেই ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার মানুষকে বোকা ঠাওরেছে, নাকি এভাবেই চলে সরকারি দফতর. এটাই সরকারি নীতি! থার্ড কোভিড ওয়েব সারাদেশেই কমে আসছে, এখনও ত্রিপুরা সরকার জানায়নি করোনা ভাইরাস'র কোন্ ভ্যারিয়ান্টে গত মাসখানেক ভূগেছে রাজ্য। কোভিডের দুই বছর দুই মাস পেরিয়ে যাচ্ছে,অথচ রাজ্য এখনও কোন্ ভ্যারিয়ান্টে এখন ওয়েব চলছে, বা শেষ হয়ে আসছে, সেটা জনসাধারণকে জানাতে পারছে না! গত একমাসে কোভিড মৃত্যুও হয়েছে বেশ কিছু,সেই নিয়েও কোনও বিবৃতি নেই। সেকেন্ড ওয়েবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ভাইরাসের একধরনের ভ্যারিয়ান্টের নাম বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার তা খারিজ করে দিয়েছে, বলেছে, ত্রিপুরায় সেই ভ্যারিয়ান্ট পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য দফতরের সেই ভ্যারিয়ান্ট জানানো সাংবাদিক সম্মেলনেই এজিএমসি'র মাইক্রো বায়োলজির প্রধান ডাঃ তপন মজুমদার সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে কী মাস্ক পরতে হবে, তা নিয়ে একই সাথে দুই-তিন রকমের আপাত বিরোধী বক্তব্য দিয়েছিলেন। অদ্ভত!



রাজ্য রাজনীতির রাম-লক্ষ্মণ। সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহাকে এভাবেই দেখতে শুরু করলো রাজ্যবাসী।

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গাছে বেঁধে মারা এক মহিলাকে নির্যাতন চালিয়েছে মাতব্ব'রা সিপাহিজলা জেলায়। এক পুরুষকেও একই সাথে বেঁধে মারা হয়েছে। 'পরকীয়ার জন্য' মাতব্ব'রা এমন করেছেন। পুলিশ গিয়েও দেখেছে নির্যাতনের নমনা। এখনও কেউ গ্রেফতার হননি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচেছ, মহিলা কমিশন'র চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী সেই মহিলাকেই দোষী সাব্যস্ত করে নির্যাতনকারীদের নিদেষি সার্টিফিকেট দিয়ে এসেছেন। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে বলেছেন যে, তার খুব খারাপ লেগেছে মহিলা, যার ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দিনের পর দিন বিবাহিত পুরুষের সাথে 'অবৈধ' সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তার বিবৃতি এই। যে কমিশন মহিলাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা, যে কমিশন মহিলাদের জন্য আইনের পথ দেখাবেন, সেই কমিশনই যদি মহিলা নিৰ্যাতনকে সাফাই দিয়ে দেন, তাহলে মহিলাদের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত সেই রাজ্যে তা বলার অপেক্ষা কেউ করেন না। ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর চেয়ারপার্সন গিয়েছিলেন সেই এলাকায়, গিয়ে বলে দিয়ে এসেছেন যে এলাকাবাসী মহিলাকে হাতেনাতে ধরেছেন। পুলিশকে খবর দিয়েছেন, পুলিশ আসায় দেরি করায়, তাদের গাছে

বলেছেন, আইনত কোনও বিবাহিতা মহিলা, কোনও বিবাহিত পুরুষের সাথে 'অবৈধ' সম্পর্ক রাখতে পারেন না। সামাজিকভাবে তা মেনে নেওয়া হবে না। তিনি আইনের কথা মিথ্যা বলেছেন। মনগড়া আইনের কথা বলেছেন। পরকীয়া কোনও অপরাধ নয় আইনত। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় পরকীয়ার ঘটনা সত্য, তাতেও কাউকে গাছে বেঁধে নির্যাতন করা যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পছন্দ কেউ ঠিক করে দিতে পারেন না, সমাজও নয়। তাছাড়া প্রশ্ন থাকে, বর্ণালী গোস্বামী কী করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ওই মহিলা এবং পুরুষ পরকীয়ার সম্পর্কে ছিলেন। কী প্রমাণ তিনি দেখাতে পারবেন, এই রায় তিনি কী করে দেন। তিনি আদালত নন। সাক্ষ্যবাক্য কোথায়, সাক্ষীদের জেরা কোথায়! একাট্রা জুডিশিয়াল পাওয়ার দেখিয়ে তিনি রায় দিয়ে নির্যাতনে অভিযুক্তদের পক্ষে সাফাই দিয়ে এসেছেন। খোয়াইয়েও গত বছর এমন এক ঘটনা হয়েছিল, न्यास्त्रारम्ये (वँर्य ठून कर्षे দেওয়া, মারধর হয়েছিল, দিন সাতেক পর তিনি গিয়েছিলেন, তখনও কেউ গ্রেফতার হননি।বাম আমলে টাটা কালীবাড়ি ঘটনা হয়েছিল, একজন মহিলাকে দুর্গা পূজা মন্ডপে বেঁধে মারা হয়েছিল, চেয়ারে বসে দেখেছিলেন ছেলে-বুড়োরা। তখন কেউ নির্যাতনকারীদের পক্ষে সাফাই

দেননি, মহিলা কমিশন নির্যাতিতার

নেত্রীরা থানায় ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। আসামিরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, ট্রায়াল কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, জেলে ছিলেন। বিশালগড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এক মহিলাকে বেঁধে নির্যাতন করেছিলেন, সেক্ষেত্রেও গ্রেফতার হয়, আসামিরা জেলে যান। বিজেপি আমলে এমন ঘটনা হল, আর অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়ালেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। উত্তর ত্রিপুরায় এক নির্বাচিত সংস্থার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ছোট ভাইয়ের স্ত্রী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন, সেখানেও বর্ণালী গোস্বামী গিয়েছিলেন,তবে অভিযোগকারী বছর ঘুরতেই আবারও থানার কাছে যান আরও অভিযোগ নিয়ে যে অভিযুক্ত তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। সিপাহিজলার ঘটনায় তার আরও বক্তব্য, পত্রিকায় প্রকাশিত খবর বর্তমান সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য। শাসক দল সব প্রতিষ্ঠানকেই এমন দলীয়করণ করেছে যে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহিলা স্বার্থরক্ষাকারী কম, বিজেপি ক্যাডার হয়ে উঠেছেন সরকারি খরচে, সরকারি ক্ষমতায় নির্যাতনের এলাকা সফরে গিয়ে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন যেরকমভাবে এক্সট্রা জুডিশিয়াল পাওয়ার দেখিয়ে এক মহিলাকে পরকীয়ায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তাতে তার বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ বলে এক আইন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন।

বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। বাম মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কৈলাসহর/ কল্যাণপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে গোটা বিশ্ব শোকস্তব্ধ। উনার প্রয়াণে গোটা দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সাথে উনাকে স্মরণ

ভারতী পরিবার। এদিন কৈলাসহর পরপরিষদ প্রাঙ্গণে অনষ্ঠিত হয় এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচিও একই সাথে অনষ্ঠিত হয় পদযাত্রা। এই পদযাত্রা পুর পরিষদের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর পুরপরিষদ প্রাঙ্গণে এসে

চেয়ারপার্সন নীতীশ দে এবং সংস্কার ভারতীর সকল সদস্য ও সদস্যা সহ শহরের বিভিন্ন অংশের নাগরিকরা।

পরিষদের সহ সভাধিপতি শ্যামল

দাস, কৈলাসহর পর পরিষদের

চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস

করা হচ্ছে। শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্কার ভারতী কৈলাসহর শাখার উদ্যোগে শনিবার বিকেলে কৈলাসহর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।কিংবদন্তির মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বের

পাশাপাশি গভীর শোকস্তব্ধ সংস্কার

সমাপ্ত হয়। সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ১ মিনিট নীরবতা পালন করে ভারতরত্ম লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা

অন্যদিকে সদ্য প্রয়াতা সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জানাল কল্যাণপুরের শিল্পীবৃন্দ। শনিবার কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে কল্যাণপুরের শিল্পীবৃন্দ প্রয়াত সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে

জওয়ানদের নাম ব্য

করে প্রতারণা, গুঞ্জন

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সিআইএসএফ অফিসারের নাম দিয়ে প্রতারণার চক্র তৈরি হয়েছে রাজ্যেও। দামি টিভি-সহ নানা আসবাবপত্র কম মূল্যে বিক্রি করার অজুহাত দেখিয়ে এই প্রতারকরা জাল ফেলছে। কিন্তু কম মূল্য দামি সামগ্রী কিনলেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সিআইএসএফ নামধারী জালি অফিসার-সহ তাদের দেওয়া ঠিকানাও। একের পর এক এই ধরনের প্রতারণা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফেসবুক ব্যবহার করেই এই প্রতারকরা সক্রিয় হয়েছে। শনিবারও বাবলু কুমার নাম দিয়ে এক ব্যক্তি ফেসবুক ব্যবহার করে বেশ কিছু দামি সামগ্রী বিক্রি করার কথা বলে প্রতারণার জাল ফেলেছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের প্রতারণা গত এক বছর ধরে একের পর এক হচ্ছে। জানা গেছে, বাবলু নিজেকে এয়ারপোর্টের সিআইএসএফ অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে বলেছেন তিনি অন্য রাজ্যে বদলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়েছেন। রাজ্যে থাকার সময় তার ব্যবহার করা দামি টিভি, সোফা, খাট-সহ নানা আসবাবপত্র বিক্রি করবেন। সব মিলিয়ে ৫৫ হাজার টাকার জিনিস। মূলতঃ এগুলির দাম সব মিলিয়ে অন্ততপক্ষে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা হবে। কিন্ত লোভ দেখানো হচ্ছে ৫৫ হাজার টাকার। বড টিভি দেওয়া হচ্ছে ৭ হাজার টাকায়। দামি খাট ৮ হাজার টাকায়। সোফা সেট ৭ হাজার টাকায়, এসি ১০ হাজার টাকায়, ওয়াশিং মেশিন ৫ হাজার টাকা। এই ধরনের প্রতারণার জাল ফেলা হচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই বলা হচ্ছে জিনিসপত্র পাঠানোর আগে ১০ শতাংশ টাকা দিতে হবে। এই জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। এক দফায় টাকা দিলে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, আগরতলা বিমানবন্দরের নিরাপতার দায়িত্বে রয়েছে সিআইএসএফ। কয়েক বছর পর পরই সিআইএসএফ জওয়ানরা অন্য রাজ্যে বদলি হন। এছাড়া বিএসএফ, আর্মিতেও রাজ্যে বহু

জওয়ান রয়েছেন। তারা কয়েক বছর পর পর ত্রিপরায়ও আসেন। এখানে বছর খানেক থাকলে নানা ধরনের আসবাবপত্র কিনেন তারা। এই জওয়ানরাই বদলি হয়ে গেলে বহু সামগ্রী কম মল্যে বিক্রি করে দিয়ে যান। রাজ্যের অনেকেই কম দামে এসব আসবাবপত্র কিনে থাকেন। এই সুযোগকেই এখন কাজে লাগাচ্ছে প্রতারকরা। তারা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে আগাম টাকা নেওয়ার নামে প্রতারণার জাল ফেলছে। এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই নিজেদের টাকা হারিয়েছেন। বাস্তবে লোভ দেখিয়ে জওয়ানদের নাম ব্যবহার কেরে প্রতারণা করা হচছে। অনেকেই প্রতারকদের খপ্পরে পড় ছেন। এনিয়ে কয়েকটি মামলাও হয়েছে থানাগুলিতে। এসব ঘটনায় সাইবার ক্রাইম বিভাগকে সঠিকভাবে তদন্ত করার দাবি উঠেছে। সাইবার ক্রাইমের ব্যর্থতার কারণেই এসব প্রতারকরা সক্রিয় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশের বিশেষ তল্লাশি অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. চরাইবাডি,১২ ফেব্রুয়ারি।। স্বরাষ্ট দফতরের নির্দেশে দু'দিনব্যাপী স্পেশাল তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে চুরাইবাড়ি থানায়। নাকা পয়েন্টগুলিতে পুলিশের তরফে এমনিতে পুলিশের নেশা বিরোধী তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। এছাড়াও ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের পুলিশ সদর দফতর থেকে স্পেশাল চেকিং-এর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে প্রতিটি গাড়িতেই চিরুনি তল্লাশি করা হচ্ছে। তাছাড়া অসম সহ অন্যান্য যেকোনও রাজ্য থেকে ছোট-বড় যে কোনও গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করতেই গাড়িগুলোকে আটক করা হচ্ছে। চলছে জোরদার তল্লাশি ব্যবস্থা। বিশেষ করে নেশার বিরুদ্ধে এই অভিযান বলে জানান চুরাইবাড়ি থানার সেকেন্ড ওসি হারাধন বোস। পাশাপাশি আরও জানান, এই দু'দিনের স্পেশাল তল্লাশি ছাড়াও প্রতিদিনই তাদের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে। ইদানীং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু কোটি টাকার গাঁজা বহির্রাজ্যে পাচারের সময় অসম চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে তাছাড়া চুরাইবাড়ি থানা এক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। তাই নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্যে লাগাম টানতে পুলিশের এই স্পেশাল অভিযান বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ট্রেনের চাপায় কাটা পড়লো এক যুবক। ঘটনা শনিবার সন্ধ্যায় জিরানিয়া রেলস্টেশনের কাছে। ট্রেনের চাকায় মাথা থেকে শরীর আলাদা হয়ে গেছে ওই যুবকের। পুলিশ সদর দফতর জানিয়েছে, সন্ধ্যা সাডে ছয়টা নাগাদ এই ঘটনাটি হয়েছে। একটি ট্রেন যাওয়ার পরই ওই যুবককে রেল লাইনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা খবর দেন রেল পুলিশে। রেল পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। কি কারণে এই মৃত্যু পুলিশ তা নিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

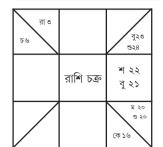
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফব্রুয়ারি।। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে রানিরপুকুর পার্ক ঘিরে শুরু হয়েছে রমরমা নেশা বাণিজ্য।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পার্কের দায়িত্বে থাকা এক নৈশপ্রহরী এই পার্ককে কেন্দ্র করে শুরু করেছে দেশি মদের ব্যবসা। সন্ধ্যার পর হতেই দেশি মদের স্বাদ নিতে এই পার্কের আশেপাশে ভিড় জমতে শুরু করে মদ্যপরা। পার্কের ঠিক উল্টোদিকেই শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাস, ঠিক পেছনে জমাতিয়া হদা'র কার্যালয়। তাছাড়া একদম

সীমানা ঘেঁষে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। আর ঢিলছোড়া দুরত্বেই রয়েছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা-সহ প্রধান বিচার পতির বাসভবন, রাজ্য অতিথিশালার মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি। এরই মধ্যে এই পার্কের ঠিকেদার নিয়োজিত এক নৈশপ্রহরীর হাত ধরে পার্কে জাঁকিয়ে বসেছে দেশি মদের ব্যবসা। স্থানীয় সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে এই পার্ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিকেদারের পক্ষে এখনও পার্কটি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। পুকুরের পাশেই সময় কাটাতে হয়।আর এই আলো একটি লেবার শেডে ঠিকেদার নিয়োজিত এক নৈশপ্রহরী থাকেন। আপাতত এই পার্কের দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে। গত ২১ নভেম্বর ছট পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর থেকে এই পার্কটি শহরের নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে। প্রথম কিছুদিন সন্ধ্যার পর থেকেই আলো ঝলমল বেশ জাঁকজমক থাকতো। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সন্ধ্যার পর আর পার্কের কোনও আলো জ্বলে না। ভেতরে নাগরিকদের ঢুকতে দেওয়া হলেও অন্ধকারেই তাদের

আঁধারকে পুঁজি করেই দেশি মদের রমরমা ব্যবসা শুরু করেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত নৈশ প্রহরী। ইতিমধ্যেই মদ্যপদের আচার-আচরণে বাইরে থেকে আসা নাগরিকদের সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে এই রানিরপুকুরকে কেন্দ্র করে পার্কটি শুরুতেই আর্কষণ হারাতে বসেছে। এলাকার বিধায়ক দিলীপ দাসের অবশ্য এসব দিকে বিশেষ কোনও নজর নেই। গোটা এলাকাবাসীর মধ্যে এনিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও বিধায়কের পক্ষে এখনও কোনও

সাপ্তাহিক রাশিফল

১৩ই ফেব্রুয়ারি হতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং



মেষ রাশি ঃ রবিবার - ভাই-বোনদের সাথে ঝড় ঝামেলা মিটে গিয়ে সুষ্ঠ ও সৃন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ ও আলোর মুখ দেখবেন। সোম, মঙ্গল ও বুধবার -কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। চোট আঘাত লাগতে পারে সাবধানতা বাঞ্ছনীয়। গৃহবাড়ী ভূ-সম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - দিন দুটিতে শুভাবস্থা ফিরে পাবেন। সন্তানদের শিক্ষায় আলোর সন্ধান পাবেন। আপনার মানমর্যাদা অনেকগুণ বাড়বে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন, ভ্রমণে শুভ ফল পাবেন। শনিবার - শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান

বৃষ রাশি ঃ রবিবার - ধন উপার্জনের জন্যে দিনটি খুবই শুভ। ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের পক্ষে শুভ বার্তা পাবেন। গৃহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা পারে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার -কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাই-বোনদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হবে। স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের সুযোগ আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে এবং ব্যবসায় প্রচার ও প্রসার বাড়বে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - গৃহগত ঝামেলা কোন বয়স্কলোকের সাহায্যে মিটে যাবে। পরিবারে শাস্তি বিরাজ করবে। আটকে থাকা কাজে সমাধান সূত্ৰ খুঁজে পাবেন। মানসম্মান প্রতিপত্তি অনেকগুণ বাড়বে। শনিবার -সন্তানদের নিয়ে গৌরব বোধ হবে।

ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

অনেকগুণ বাড়বে। চারিদিক থেকেই শুভবার্তা পাবেন। সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - ধন সপ্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার দ্বারে উপার্জনের সকল পথই খুলে যাবে। এসে ধরা দেবে। সকল কাজেই কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য মুনাফা বাড়বে। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে অনেক ভাল কাজে সফলতা পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্যে সূর্বণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - ভাই-বোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। পরিবারবর্গকে নিয়ে কাছে পিঠে ভ্রমণের যোগ আছে। আপনার মানসম্মান প্রতিপত্তি অনেকদুর ছড়িয়ে পড়বে। শনিবার - গৃহ বাড়িতে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গৃহ শান্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব

দিন। ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ। কর্কট রাশি ঃ রবিবার - খরচ, দুশ্চিন্তা, শোক, দুঃখ-দুৰ্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সোম, থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন মঙ্গল ও বুধবার - মনোবল, জলবল চলাচলে সাবধানতা অবলম্বন ও অর্থবলের সাথে সুনাম ও যশ করুন। সোম, মঙ্গল ও বুধবার -বাড়বে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রষন্ন হয়ে সফলতা পারে। দ্রুত গতির যানবাহন আপনার দ্বার প্রান্তে আসবে। হাত চালানো থেকে বিরত থাকুন। আপনার বুদ্ধি বলের জন্যে ভ্রমণও বিদেশ প্রত্যাবর্তন দুটোতেই প্রশংসিত হবেন। বৃহস্পতি ও সফল কাম হবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - ধন ভাগ্য আপনার সাথে শুক্রবার - কর্ম ক্ষেত্রে সুনাম, যশ ও থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মে শাস্তিমূলক কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। আদেশ প্রত্যাহার হবে এবং বাড়তি ব্যবসা-বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। হবে। শনিবার - গুহে অতিথি শনিবার - আপনার অগ্রগতির ধারা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড. নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌর মন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ ব্যে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। মিথনে চন্দ্র আদ্রা নক্ষত্রে শুক্লা দশমীতে অবস্থানরত। বশ্চিকে রহস্যময় কেত্ বিশাখা নক্ষত্রে। ধনুতে দেব সেনাপতি মঙ্গল ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য পূর্বষাঢা নক্ষত্রে। মকরে ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং বালকগ্রহ বুধ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে। কুম্বেগ্রহরাজ রবি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে এবং দেবগুরু বৃহস্পতি শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী, মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

ব্যবসায় প্রচার-প্রসার ঘটবে।

ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। সিংহ রাশি ঃ রবিবার - দিনটিতে চারিদিক থেকে শুভবার্তা খুঁজে পাবেন। পরিবারে শান্তি বিরাজ করতে পারে। পিতা-মাতার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - সব দিক থেকেই কিছু না কিছু বাধা বা দুশ্চিন্তা আসতে পারে। পরিবারের কোন বয়স্কলোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ যেতে পারে। দিন তিনটিতে সাবধানতার সঙ্গে চলাফেলা করুন। কারণ সাবধানের মার নেই। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - আপনার মনের অবস্থা ভাল যাবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা এগিয়ে যাবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। শনিবার - ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হবে। ধন আপনার কিছুটা না কিছু সঞ্চয় হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। কন্যা রাশি ঃ রবিবার - কর্ম ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে প্রত্যাশীগণ কর্ম প্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কমে সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - পাওনা টাকা আদায় হবে। কর্ম ব্যাপারে দুর ভ্রমণ হতে পারে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। দুর থেকে আসা কোন শুভ সংবাদ শ্রবণ হতে পারে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার -শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা ভারী হয়ে থাকবে। লটারী, ফাটকা, জুয়ায় এই দুইদিন অর্থলগ্নি করা ঠিক হবে না। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। শনিবার - আপনার তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খলবে। মনোবল অনেকগুণ বাড বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। মিথন রাশি ঃ- রবিবার - মনোবল প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিনটি শুভ বলে বিবেচিত হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

> **তলা রাশি ঃ**- রবিবার - ভাগ্যলক্ষ্মী না কিছু সফলতা পাবেন। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্ম-প্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কমে সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদুরপ্রসারী হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার -আসনার উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। পাওনা টাকা আদায় হবে। ব্যবসায় শুভফল পাবেন। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। শনিবার -শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। ঝড় ঝামেলার মধ্যেই দিনটি কাটতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। বশ্চিক রাশি ঃ রবিবার - শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সমস্যা আসতে পারে। দুর্ঘটনা ও রক্তপাত

থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। কোন কাজে সফলতা পাবেন আপনার শ্রমের পূর্ণফল পাবেন ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

> ধনুরাশি ঃ রবিবার - বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃতের জন্যে দিনটি অতীব শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের পাল্লা অধিক ভারী হয়ে থাকবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী, দালালিতে বিনিয়োগ করা ঘাতক বলে পরিগণিত হবে। না বুঝে কোন চুক্তি সম্পাদন অশুভ ফল দান করবে। বহস্পতি ও শুক্রবার - দিন দৃটি শুভ যাবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। ধর্মীয় যাত্রায় শুভ ফল পাবেন। পিতা-মাতা থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। শনিবার - কর্ম ক্ষেত্রে সুনাম, যশ পাবেন। নতুন কর্মের সন্ধান পাবেন। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। মকর রাশি ঃ রবিবার - সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধি পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে। সোম, মঙ্গল ও বুধবার - বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের স্বীকৃতি পাবে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার -শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সাবধানতা অবলম্বন করুন। না বুঝে কোন বিষয়ে অর্থ বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। শনিবার - দিনটিতে সফলতা বোধ করবেন। সব কাজেই কিছু না কিছু অগ্রগতি বোধ করবেন। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কুন্ত রাশি ঃ রবিবার প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে শুভবার্তা বয়ে আসবে। সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় গর্ববোধ হবে। সোম, মঙ্গল, বুধবার - চলাফেরায় ভাঙার প্রবণতা আছে। নার্ভের সমস্যা বেডে যেতে পারে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল না যাওয়ায় কোন কাজেই মন বসবে না। বৃহস্পতি ও শুক্রবার - মানসম্মান, যশ অনেকগুণ বাডবে। বিবাহযোগ্যদের বিবাহ কার্যে অগ্রগতি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুফল আশা করতে পারেন। ব্যবসায় প্রচার প্রসার বাড়বে। শনিবার - দিনটিতে বাধা বিপত্তি কিছু না কিছু আসতে পারে। ব্যবসায় মন্দা, কর্মে হয়রানির শিকার হতে পারেন। ভাগ্যের মান ৬০

মীন রাশি ঃ রবিবার - গৃহ শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। গহশান্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। সোম, মঙ্গল ও ব্ধবার -প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য শুভবার্তা বয়ে আনবে। গহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন, ভ্রমণ শুভ ও সুদূর প্রসারী বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। স্বদেশ হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার -সিজন্যাল ব্যাধি পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।জীবন সাথীর শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে চিকিৎসায় সাড়া পাবেন। শনিবার -গুহে অতিথি সমাগম হতে পারে। প্রেম রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভফল

'বিজেপিকে ভোট নয়'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সারা ভারত কৃষক সভার তরফে রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেছেন, যে ঘটনায় গোটা দেশ প্রতিবাদে শামিল হয়েছে সেই ঘটনায় অভিযুক্ত জামিন পাওয়ায় সংগঠনের তরফে তারা বিস্মিত। তিনি বলেছেন, লখিমপুর খেরিতে চার কৃষক নেতা ও একজন সাংবাদিককে গাডি চাপা দিয়ে পিষে মেরে ফেলার ঘটনার প্রধান অভিযক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্র মন্ত্রীর অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিসকে জামিন মঞ্জরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর জানিয়েছেন গত ২১ সালের ৩ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি সরকারের আনা বেআইনি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লখিমপুর খেরিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের উপর এই আশিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা গাডি চালিয়ে হত্যা কান্ডটি চালিয়েছিল। এতে একজন সাংবাদিককেও হত্যা করা হয়। উত্তরপ্রদেশ সরকারের নয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত স্পেশাল ইনভেসটিগেশন টিম যে চার্জশিট পেশ করেছেন সেখানে ৩০২ধারা (খুন). ৩০৭(খুনের চেষ্টা)-সহ বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। পবিত্র কর বলেন, সবচেয়ে বড কথা স্প্রিম কোর্টের গঠিত এই স্পেশাল ইনভেসটিগেশন টিম তাদের চার্জশিটে এই ভয়ঙ্কর অপরাধ সংঘটিত হওয়াকে একটি গভীর ষডযন্ত্রের ফল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এইটি যে নিছক দুর্ঘটনা ছিল না তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। রাজ্য ক্ষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর স্পষ্ট বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লকডাউন বেঞ্চ তার আদেশের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, এই আদেশ উচ্চ আদালতের সমস্ত স্বীকৃত আদর্শ বিচার ব্যবস্থার রিতিনীতির পরিপন্থী। তিনি বলেন, এই আশঙ্কার জন্যই সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও সারা ভারত ক্ষক সভা বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্র মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। কারণ সংযক্ত কিষান মোর্চা ও সারা ভারত কষক সভা প্রথম দিন থেকে দাবি জানিয়েছে লখিমপুর খেরির হত্যাকাণ্ড ও ষডযন্ত্রের সাথে সরাসরি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী জড়িত, তাকে বরখাস্ত করে গ্রেফতার করতে হবে। অথচ সমস্ত রাজনৈতিক রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ খুনি ও চক্রান্তকারীকে মন্ত্রিসভাতে রেখে দিয়ে নিজেদের ছত্র ছায়ায় রেখে দিয়েছেন যা এই জামিন মঞ্জরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মনে করে। তাই সারা ভারত ক্ষক সভার ত্রিপরা রাজ্য কমিটি দেশের সমস্ত ক্যকদের প্রতি আহান রাখছে যে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড . পাঞ্জাব, গোয়া ও মনিপরের বিধানসভা নির্বাচনে জনবিরোধী, দর্নীতিবাজ, সাম্প্রদায়িক, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী, অমানবিক বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ভোট প্রদান করে তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে। যা শহিদ কৃষকদের প্রতি আদর্শ শ্রদ্ধা নিবেদন বলে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মনে করে। দীর্ঘদিন ধরেই এসব বিষয় নিয়ে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল। আগামীদিনেও আন্দোলন তেজি করতে চান পবিত্র কররা। গত কয়েক মাস ধরে কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবার নতুন ইস্যুতে ময়দানে সারা ভারত কৃষকসভা।

কংগ্রেসে ফিরছে বিশ্বাস পরিবার



বাড়িয়েছেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের সাথে। শনিবার সন্ধ্যায় আখাউড়া রোডের বিশ্বাস বাড়িতে পৌছে যান ডা. অজয় কুমার। তিনি পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলেন। এই সময়ের মধ্যে পীযূষ কান্তি বিশ্বাস সহ আরও অনেকে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে কংগ্রেসের সাথে বলেই খবর। পীয়্য কান্তি বিশ্বাসদের টিডিএফ আবার কংগ্রেসের সাথে মিশে যাচ্ছে। এদিন অজয় কুমার এবং পীয়ুষ কান্তি বিশ্বাসের সাথে কি কি বিষয়ে কথা হয়েছে তা প্রকাশ্যে না বললেও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থায় পৌছে গেছেন পীযুষ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে অনেকেই আবার কাস্তি বিশ্বাস। তাই এখন অজয় কুমারদের ফটো কংগ্রেসে আসছেন। কয়েক বছর কাটিয়ে তিক্ত সেশনে এনে আবার কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার রাস্তাই অভিজ্ঞতা নিয়ে কংগ্রেসে ফিরে আসার বিষয়টি নতুন পাকা করলো আখাউড়া রোডের বিশ্বাস পরিবার। কিছু নয়। সুদীপ রায় বর্মণদের উপস্থিতিতে কংগ্রেস টিডিএফ গঠন করে পীযুষ কান্তি বিশ্বাস স্বস্তির ঢোক আরও বেশি শক্তিশালী হবে। এমন বিশ্বাসে কংগ্রেস গিলতে পারছেন না বলে এখন সুযোগ খুঁজেছেন। নতুনভাবে পুরোনোদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ বলছেন, রাজনীতিতে প্রচার শূন্য হয়ে পীযুষ কান্তি বিশ্বাস কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে যাওয়া পীযুষ কান্তি বিশ্বাসদেরও কংগ্রেস তুলে দল গঠন করছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় আনতে চেয়ে ছিলো অনেক আগেই। কিন্তু কংগ্রেসের যোগদান সভায় যোগ দিচ্ছেন সুদীপ রায় সীযৃষবাবু সেই সময় বেঁকে বসে থাকলেও এখন বর্মণদের উপস্থিতিতে পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, ছেলে সুযোগ পেয়েই তা কাজে লাগাচ্ছে। কোনও কোনও পূজন বিশ্বাস সহ পুরো টিম। কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহল মনে করছেন তড়িঘড়ি কংগ্রেসে ফিরেই পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার রাজ্যে এসে যোগাযোগ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছেন বিশ্বাস পরিবার।

কদমতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। শীতের রাতে আগুনের উত্তাপ নিতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধা হলেন এক গৃহবধু। পশ্পি মালাকার নামে ওই গৃহবধু আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধর্মনগর থানাধীন মঙ্গলখালি পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকার মতিলাল সরকারের স্ত্রী পম্পি নাথ শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনার শিকার হন। জানা গেছে, রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি মাটির চুল্লির সামনে বসে আগুনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. উত্তাপ নিচছলেন। তখনই দুর্ঘটনাবশত তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। মহিলার চিৎকারে স্বামী-সহ পরিবারের লোকজন ছটে আসেন। খবর পেয়ে ছুটে আসে ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা। তারা মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মহিলাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শরীরের অধিকাংশ অংশই ঝলসে গেছে বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান।

লিখলে তাতে মামলা নিতে পারে

যোগী আদিত্যনাথের পুলিশের

মতো। কিন্তু এই ঘটনায় কোনও

দিশা ঠিক করতে বৈঠকে আইপিএফটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগর তলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।।

আইপিএফটির এমসিসি সম্মেলন

শুরু হয়েছে। দশর্থ দেব ভবনে আয়োজিত বৈঠকের প্রথম দিনেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০২৩ সালে কার সাথে আঁতাত হবে সেই বিষয়গুলো নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। তবে সামনে রাজ্য সম্মেলন। আইপিএফটির গঠনতন্ত্র অনুসারে তিন বছর অন্তর অন্তর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার করোনা পরিস্থিতিতে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও খুব শীঘ্রই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে जानित्य एंडन परलं সाधात्र সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া। এই সময়ের মধ্যে পাহাড়ের রাজনীতিতে আইপিএফটি অন্যরকম ভূমিকায় রয়েছে। গুঞ্জন দলীয় অবস্থান থেকে এই সময়ের মধ্যে আইপিএফটি দিল্লিতে তিপ্ৰা মথা'র সাথে কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। আলাদা রাজ্যের দাবিতে তিপ্রা মথা'র আন্দোলনের সাথে আইপিএফটির আন্দোলনেও কোনও কোনও মহল মনে করছে ২০২৩ সালে ভোট যুদ্ধেও আঁতাত হবে। তবে গুঞ্জন তিপ্ৰা মথায় মিশে যেতে পারে আইপিএফটি। আবার আইপিএফটি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও তিপ্রা মথার সাথে মিশে যেতে পারে। বিষয়টি এখনও চুড়ান্ত নয়। তবে দু'দিনের সম্মেলন থেকে আইপিএফটি বেশ কিছু বিষয়কে গুরুত্বসহকারে দেখতে চায়। এডিসির নির্বাচনের পর অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টিই সামনে এসেছে। কারণ, তিপ্রা মথার সাথে আঁতাত না করে কার্যত হিরো থেকে জিরো হয়ে গেছে এনসি'র রাজনৈতিক দল। গত কয়েকদিন ধরে আইপিএফটির যুব শাখার তরফেও প্রচার চলছে। তিপ্রা মথার যব শাখাও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পাহাড়ের রাজনীতিতে তিপ্রা মথা শক্তি অর্জন করলেও আইপিএফটি কার্যত কতটা কি করতে পেরেছে তা সময়ই বলবে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে এখনও আইপিএফটি এডিসির ফলাফলের ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারছে না। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে

ওসি'র 'বদল' চাইলো সিপিআইএম

বৃহত্তর আন্দোলন ঘোষণা দল'র

আগরতলা,১২ ফেব্রুয়ারি।। পুরান রাজবাড়ি থানার ওসি অর্জন চাকমাকে সেখান থেকে বদলি করার দাবি জানালো সিপিআইএম। দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন বলেছেন, বেণু বিশ্বাসের খুনের ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদেরকে আডাল করছেন ওসি সাহেব। শুধ তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে কোনও ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই ওসি সাহেব আগাম ঘোষণা করে দিতে পারেন যে এটা কোনও খুনের ঘটনা নয়। আসলে ক্রিমিন্যালদের বাঁচাতেই ওসি সাহেব মাঠে নেমেছেন। পুলিশ প্রধান কার্যালয়ের একাংশকে বাগে এনে প্রচার করা হচ্ছে এটা খুন নয়। প্রলিশ প্রধান কার্যালয়ের প্রেস রিলিজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জীতেন চৌধুরী বলেছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুলিশ যে তথ্য দিয়েছে সেটা শুধু সিপিআইএম'র জন্যেই

নয়, রাজ্যের মানুষের জন্যও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,



স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক প্রবণতা। কারণ, তাতে পুলিশ প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না। জীতেন চৌধুরীর দাবি, এই সময়ের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি জানিয়েছেন,

তদন্ত না করেই প্রেস রিলিজে বলে দিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি খুনের ঘটনা নয়। আবার যারা বিশেষজ্ঞ, পিএম করেছে কিংবা মেডিক্যাল অফিসার তাদের মতামত ছাড়াই এই ধরনের পুলিশের বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জীতেন

জানিয়েছেন

সরকারের আমলে ২৩তম শহিদ

হলেন বেণু বিশ্বাস।জীতেন চৌধুরী

আরও জানিয়েছেন, পুলিশ কোনও

এফআইআর-এ জয়দেব সরকার আরও বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। জীতেন চৌধুরী বলেছেন, তার আগেও এই পরিবারটি নানাভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, আক্রান্তের শিকার হয়েছে তার ভাই, ভাতিজা। কিন্তু ভিএস যাদব'র পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কিছু

চৌধুরী। খুনিদের গ্রেফতারের দাবি

তিনি।

ব্যবস্থা না নিয়েই পুলিশ অন্যরকমভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে। ওসি'র আগাম বিধান নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ জীতেন চৌধুরীরা। কিন্তু আদালতের দ্বারস্থ হবেন কি সিপিআইএম নেতৃত্ব? আপাতত বিষয়টি চাপা রেখেই জীতেন চৌধুরী বলেন, রাজ্যে আইনের শাসন নেই, তাতে পরিষ্কার। অর্জন চাকমাদের মতো ক্রিমিন্যালরা যখন পুলিশে থাকে তখন পুলিশের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তবে সুদীপ রায় বর্মণদের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে সিপিআইএম'র সুবিধাবাদী অবস্থানের ব্যখ্যায় জীতেন চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, তারা কখনই পরামর্শ দেননি সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যেতে। কিন্তু সদীপ রায় বর্মণ যে কথাগুলো বলেছেন, যেমন গণত স্তুবে অকাঞিজন নেই, দমবন্ধকর অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে বাজটনতি ক ভা বেই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করতে চান জীতেন চৌধুরীরা। তিনি বলেছেন, তারা এতদিন ধরে যে অভিযোগ করে আসছেন এই অভিযোগ এখন করতে চলেছে সুদীপ রায় বর্মণরা। ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সিপিআইএম এখন বেণু বিশ্বাস ইস্যুটিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন যারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে শুরু জায়গায় এই ইস্যুতে কর্মসূচিও করেছেন, তারাও নতুন করে পাহাড় নিয়ে চর্চা করছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। উপজাতি যুব ফেডারেশনের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই। সদর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কর্ণেল চৌমুহনিতে ছিলো প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের কর্মসূচি। এই পর্বে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক কৌশিক রায়



দেববর্মা, ভবেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, প্রতিষ্ঠা দিবস কেন্দ্রিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রক্তদান সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব আয়োজনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সুমন দেববর্মা, গোপাল মালাকার, জয়ব্রত দেবনাথ, জগৎ দেববর্মা, দুর্গেশ দেববর্মা, বৈশালী মজুমদার সহ অন্যান্যরা। জীতেন চৌধুরী এই পর্বে বলেছেন, টিওয়াইএফ উপজাতি অনুপজাতি সকল অংশের মানুষের জন্য কাজ করছে। এখনও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যারা বিভ্রান্ত করছে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। তার পাশাপাশি রাজ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরেও তিনি বলেছেন, এই সংগঠন আগামীদিনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই তেজী করবে।

> আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

সমাগম হতে পারে।ভাই-বোনদের অব্যাহত থাকবে। আকাঙ্ক্ষিত পাবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণ করতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পারছে না সরকার। অভিযোগ সুদীপ রায় বর্মণ থেকে শুরু করে বামপন্থী নেতাদের।কংগ্রেস ভবনের সামনে সদ্য বিজেপি ছাড়া সুদীপ রায় বর্মণ আইন শৃঙ্খলা নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তার উত্তাপের মধ্যেই আক্রান্ত হলেন বামপন্থী নেতা অসিত বৈদ্য। শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপির সন্ত্রাসীদের হাতে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ও পিলাক অঞ্চল কমিটির সম্পাদক এবং জেলা কমিটির সদস্য



অসিত বৈদ্য আক্রান্ত হলেন। বিজেপির দুষ্কৃতিরা তাকে পিলাক বাজারে একা পেয়ে প্রচণ্ড মারধর করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা

হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে রাজ্য প্রশাসন সরাসরি দুষ্কৃতিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে তা দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য কৃষক সভা বলে আসছে এই ঘটনা আবার তা প্রমাণ করেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ওই আক্রমণকারী বিজেপির দুষ্কৃতিদের এই মুহূর্তে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছে। তা নাহলে দীর্ঘ আন্দোলনের পথে যাবার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিচ্ছে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন সরব হয়েছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক								ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৪								
সংখ্য প্রতির্	া ব্য	বহ	ার :	কর	তে	२ (ব।		3	1	2	9	6	5		4
থেবে ব্যবহ	ই ৯	সং	ংখ্যা	गि	এব	চ বা	রই						1	6	2	8
৩ ব্লু করা	ক্ত	ও এ	কব	ার	ই ব	্ব	হার		2	6		8	4	1	9	
সংখ্য যুক্তি									4	3					6	
প্রক্রিং সংখ														8		7
9 8	6	3	7	1 2	2	5	4		8			2	9			1
5 3 6 9	2	6	8	4	9	1	7		1	2	9	4			8	
2 4	8	1	3	6	7	9	5									
3 5	7	2	4	9	6	8	1	9		8		1		4	3	5
7 2 4 6	9	9	1	5	5	7	8		6		7	3			4	2
8 1	5	7	6	3	4	2	9		0		-	3				2

সংগঠিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা 🕻

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিধবংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আরও এক পরিবার। শনিবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ উদয়পুর মুড়াপাড়া শাস্ত্রী কলোনি এলাকার রাজু সূত্রধরের বাড়িতে এই ঘটনা। যদিও ঘটনার সময় বাড়িতে কেউই ছিলেন না। এলাকাবাসী তাদের বাড়িতে আগুন দেখতে পেয়ে রাজু সূত্রধরকে খবর পাঠান। তারা বাড়িতে এসে দেখেন সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উদয়পুর এবং কাঁকড়াবন থেকে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা ছুটে এলেও কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। রাজু সূত্রধরের বড় ছেলে জানান, এই ঘটনায় তাদের কমপক্ষে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কিভাবে ঘরে আগুন লাগলো? যেহেতু, বাড়ির লোকজন কেউই ছিলেন না, তাই সঠিক কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। কারণ যাই হোক, গরিব পরিবারটি অগ্নিকাণ্ডের জেরে একেবারে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁডিয়েছে। তারা এখন সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। কারণ সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে পুনরায় ঘর নির্মাণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এলাকাবাসীও এই ঘটনায় হতবাক।

সমস্যায় জর্জরিত বিদ্যালয়, নেই পানীয় জল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, **১২ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যের স্কুলগুলি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে। শিক্ষক সল্পতা যেমন রয়েছে, সেইসঙ্গে স্কুলের পরিকাঠামোগত ক্রটিও বারবার উঠে আসছে। পানীয় জলের সংকটের সমস্যাও স্কুলগুলিতে রয়েছে। চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক'র অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ নলজলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি পানীয় জলের সংকট সহ একাধিক সমস্যায় ধুঁকছে। অনেক উঁচু টিলাভূমিতে অবস্থিত স্কুলটি। স্কুলটিতে একটি টিউবওয়েল রয়েছে। স্কুলটি টিলা ভূমিতে হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলটিতে প্রথম শ্রেণি থেকে অস্ট্রম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ১১৯ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ৮ জন। প্রাথমিক বিভাগে রয়েছে শুধুমাত্র দুই জন শিক্ষক। যার ফলে প্রাথমিক বিভাগের দুটি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে রেখে ক্লাস করতে হয়। স্কুলটিতে বাউন্ডারি ওয়াল নেই। মিড-ডে-মিল খাবারের জন্য আলাদা ডাইনিং হল না থাকায় বারান্দায় বসে অথবা স্কুলের মাঠে খাবার খেতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। স্কুলের পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি স্কুল পরিচালন কমিটি থেকে শুর করে চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শককেও জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক তপন দেববর্মা। পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে দফতর যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে আর্জি জানিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এছাড়াও স্কুলটির পরিকাঠামোগত যে সকল ত্রুটিগুলি রয়েছে সেগুলো নিরসনের জন্য দফতরকে ভূমিকা গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছে

অগ্নিকাণ্ডে ইস্যু বেণু খুন ঃ ৪ বছর পর রাজনগরে সুধন'র মিছিল

বিলোনিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। দলীয় কর্মী খুনের ইস্যুকে সামনে রেখে গত প্রায় ৪ বছর পর বিলোনিয়ার রাজনগরে মিছিল করলো সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা। বিধায়ক সুধন দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের পর

প্রতিবাদে এবং খনিদের গ্রেফতারের দাবিতে এদিন রাস্তায় নেমে পড়ে সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা। মিছিলে মহিলাদেরও অংশগ্রহণ দেখা গেছে। দীর্ঘদিন পর এলাকায় সিপিআইএম'র মিছিল দেখে সাধারণ মানুষও বুঝে গেছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামেরা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য



তদন্তে অনীহা পুলিশের

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। দেখেনি। শুধু তাই নয়, থানায়

করতে সিধাই থানায় গিয়েছিলেন। শাসকদলের নেতার নির্দেশ না

তার বক্তব্য ছিল, গত ১৪ জানুয়ারি পেয়ে মামলাটি গ্রহণ করতে রাজী

তারানগর এলাকারই দু'জন হয়নি পুলিশ। কিন্তু এসপি ঘটনার

অভিযুক্ত সজলের ছেলেকে হত্যার সত্যতা বুঝতে পেরে থানার

চেষ্টা করে। এই ঘটনার পরই সিধাই পুলিশকে নির্দেশ দিতেই নড়েচড়ে

থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল বসেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি জয়ন্ত

ঘটনার তদন্ত করেনি। পুলিশ সিধাই থানার পুলিশ গ্রেফতার

সুপারের কাছে অভিযোগে সজল করেনি বলে জানা গেছে।

সভাও হয়। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিলোনিয়ার রাজনগরে প্রকাশ্যে কোন কর্মসচি সংগঠিত করতে পারেনি বামেরা। এলাকার বিধায়ক প্রকাশ্যে দিবালোকে দুষ্কৃতিদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দল ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরই মধ্যে তাদের দলের সক্রিয় কর্মী বেণ বিশ্বাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

নেতার আদেশ না পেয়ে হত্যার

চেষ্টার মতো ঘটনায় মামলা নিতে

অনীহা প্রকাশ করেছিলেন সিধাই

থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম

জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে

মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই

ঘটনা সিধাই মোহনপুরের

ফটিকছড়ায়। অভিযোগটি করেছেন

সিধাইয়ের তারানগর এলাকার

বাসিন্দা সজল দেব। তিনি

অভিযোগটি করেছেন সঞ্জিত সাহা

এবং রাহুল দেবের বিরুদ্ধে।

অভিযোগটিও অনেকদিন আগের।

সজল গত ১৪ জানুয়ারি তার

ছেলেকে হত্যার চেস্টার অভিযোগটি

করনে সজল। কিন্তু পুলিশি এই

প্রস্তুত। ভাষণ রাখতে গিয়ে সধন দাস বেণু বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডের অভিযক্তদের আডাল করার অভিযোগে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ জানান। ঘটনার দ'দিন পরও একজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। এ নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন বিধায়ক। রাজ্যে বিজেপি এবং আইপিএফটি'র সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কিভাবে গোটা রাজনগর এলাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নম্ভ করা হয়েছে তারও

জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করেও

মামলাও নথীভুক্ত করেনি। এই

কারণে ন্যায্য বিচারের জন্য পুলিশ

সুপারের দ্বারস্থ হন সজল। পশ্চিম

থানার পুলিশ সুপার মামলা নিতে

নির্দেশ দেন সিধাই থানার ওসিকে।

যথারীতি থানার ওসি জয়ন্ত

মালাকার মামলাটি নথীভুক্ত করেন।

তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় মহিলা

সাব ইনসপেকটর রুমিয়া

আক্তারকে। ভারতীয় দন্ডবিধির

৩৭৯, ৩২৫, ৪২৭ এবং ৩৪ ধারায়

মামলাটি নথীভুক্ত করেছে। এদিকে

এই ঘটনার পর অভিযোগ উঠতে

শুরু করেছে যে, পুলিশ ইচ্ছে করেই

মামলাটি গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র

উদাহরণ তুলে ধরেন সুধন দাস। তবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান রেখেছেন তিনি। সুধন দাস বলেন, এখনও পর্যন্ত বিজেপি থেকে তিনজন বিধায়ক বেরিয়ে গেছেন। শাসক দলের নেতারাই বলতে পারছেন না তাদের সাথে

এখন কতজন বিধায়ক আছেন। দিল্লিতে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাদের সাথে আরও কয়েকজন বিধায়ককে দেখা গেছে। কতজন দলে থাকবেন সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন বাম বিধায়ক। ওই এলাকার বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে সুধন দাসের বক্তব্য, চার বছর অনেক সহ্য করা হয়েছে। মানুষ কিন্তু আর সহ্য করবে না। এবার রুখে দাঁড়াবে। কোন ধরনের অশান্তি হোক তা সিপিআইএম চায় না। তাই প্রত্যেকের উদ্দেশে বিধায়কের বক্তব্য শান্তিপূৰ্ণভাবে সবাই যেন গণতান্ত্ৰিক অধিকার ভোগ করতে পারেন। যেকোন রাজনৈতিক দল কর্মসূচি করতে পারে। বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে তার আহান অন্য কোন দলের নেতা-কর্মী কিংবা দলীয় অফিসে আক্রমণ করবেন না। যা শুরু করেছেন তা শেষ করুন। আর

প্রতিষ্ঠা দিবসে হত্যার চেম্ভার মামলায় বাধা, উত্তেজনা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,

সেদিকে নজর রাখবেন।

একটা ঘটনাও যাতে না হয়

১২ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লেন টিওয়াইএফ'র নেতা-কর্মীরা। শনিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টা নাগাদ দক্ষিণ জেলার দেবদার সিপিআইএম কার্যালয়ে টিওয়াইএফ'র প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। কিন্তু সেই কর্মসূচি শুরু করতেই কিছু দুষ্কৃতি এসে বাধা দেয়। ২০ থেকে ২৫ জন বাম কর্মী এদিন দলীয় অফিসে উপস্থিত ছিলেন। তখনই দুষ্কৃতিরা এসে তাদের সেখান থেকে চলে যেতে বলে। এ নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সিপিআইএম'র অভিযোগ, বিজেপি'র দক্ষিণ জেলার সদস্য চাথই মগের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিরা হামলার উদ্দেশে সেখানে জডো হয়। তারাই টিওয়াইএফ'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে বাধা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে জোলাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, পুলিশের সামনেই বাম নেতা-কর্মীদের দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করে বাধাদানকারীরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী একটা সময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে, তারাও আতঙ্কিত হয়ে পডেন।

দেন। শুধ তাই নয়, এদিন ফাদার

ক্যান্সার আক্রান্ত পূর্ণলক্ষ্মী চাকমার

পরিবারকে আশ্বাস দেন দশম শ্রেণি

পর্যন্ত সুরজের পড়াশোনার খরচও

তিনি বহন করবেন। ফাদার প্রসাদ

রাও'র আশ্বাসে অসহায় এই

মালাকার। এখনও অভিযুক্তদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছডা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ক্যান্সার আক্রান্ত এক অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গভাছড়া সেন্ট আরনল্ড ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার প্রসাদ রাও। জানা যায়, গন্ডাছড়ার লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজের গাছ বাগান এলাকার বাসিন্দা পূর্ণলক্ষ্মী চাকমা (৩০) বহুদিন ধরে ক্যান্সার রোগে ভুগছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পূর্ণলক্ষ্মী চাকমার স্বামী ২০১৩ সালে মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। বর্তমানে তার একমাত্র ছেলে সুরজ চাকমা সেন্ট আরনল্ড ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে অস্টম শ্রেণিতে পাঠরত। এদিকে মা'র চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে সুরজের পরিবার নিঃস্ব

হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আর্থিক সমস্যার জন্য সরজের পডাশোনা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। এদিকে ফাদার প্রসাদ রাও সুরজের পরিবারের করুণ অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে শনিবার তার বাড়িতে ছুটে যান এবং সুরজের হাতে পড়াশোনা এবং পরিবারটির মধ্যে কিছুটা হলেও খেলাধুলার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে



বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ১৭ই জেলায় জেলায় তিপ্রা মথার ডেপুটেশন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে মাঠে নামছে তিপ্ৰা মথা। দীৰ্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও রাজ্যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে রা'টি করছে না শাসকদল। দীর্ঘদিন করোনা অতিমারির কারণ দেখিয়ে বন্ধ ছিল পুরনির্বাচন-সহ টিটিএএডিসি নির্বাচন ও উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলগুলি। পুরনির্বাচন, টিটিএএডিসি নির্বাচন হয়ে গেলেও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। বর্তমানে রাজ্যের ভিলেজ কাউন্সিলগুলি রাজ্যপালের

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। প্রাসাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল বলেন, সংবিধানের তপশিলি মেনেই রাজ্যের ভিলেজ কাউন্সিলগুলির নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্যে সরকার কোনও সাংবিধানিক অধিকারকে পাত্তা দিতে নারাজ। এই বিষয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিল দল। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত ন্যুনতম চিঠি প্রাপ্তির স্বীকার করে একটি উত্তরপত্র পাঠানোর সৌজন্যতা দেখায়নি রাজভবন। তাই এবারে মাঠে ময়দানে নেমে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবি তুলতে চলছে তিপ্ৰা মথা। এই দিন রাজ্যের ৮ জেলাতেই এক যুগে

শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এই দাবি জানাবেন। এদিকে, ভিলেজ কাউন্সিলগুলি প্রশাসনিক প্রধানের মাধ্যমে পরিচালনার কারণে উপজাতি এলাকায় কোনও ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তিপ্রা মথা টিটিএএডিসি দখল করেও আদতে উপজাতিদের জন্য কোনও কাজই করতে পারছে না। যার ফলে ইতিমধ্যেই উপজাতি এলাকায় সাধারণের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন মহারাজ। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী কিছুদিনের মধ্যে যে উপজাতি এলাকায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অধীনে চলছে। শনিবার উজ্জয়ন্ত তিপ্রা মথার সদস্যরা জেলা মহারাজ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাবে তা ভালোই টের পাচ্ছেন তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত কিশোর। তাই এবারে এডিসি'র ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে মাঠে নামছে দল। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ডেপুটেশন শান্তিপূর্ণ হবে। তবে সরকার এই দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি বলেন, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবিতে আদালতে মামলা করার বিষয়টি দলের নজরে রয়েছে, তবে এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

আক্রান্ত ১৭

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। করোনা সংক্রমিত শনাক্ত হলেন আরও ১৭জন। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু না থাকলেও দেশের মৃত্যু থেমে নেই। সংক্রমিত শনাক্ত হওয়ার সংখ্যা নামলেও শনিবারও দেশে ৮০৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তবে রাজ্যে লাগাতার চারদিন মৃত্যু শূন্য। স্বাস্থ্য দফতর এদিন মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৩৯৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪৯ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের টেস্টে অ্যান্টিজেন আরটিপিসিআর-এ ৮ জন এবং অ্যান্টিজেনে ৯জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এদিন শনাক্ত হয়েছেন উত্তর জেলায় ৭জন। রাজ্যের চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৫৬জনে একই সঙ্গে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ালো ৯৮.৮৩ শতাংশে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত ৯১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ হাজার ৪০৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত

হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন

৮০৪জন সংক্রমিত রোগী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই জেলায় থানাস্তরে বদলি হলেন তিন সাব ইনসপেকটর। খোয়াই জেলার দায়িত্ব নেওয়ার পর এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী এই বদলির নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন। বদলির তালিকায় রয়েছেন কল্যাণপুর থানার সাব ইন্সপেকটর বিশ্বজিৎ দাস। তাকে খোয়াই থানায় বদলি করা হয়েছে। মুঙ্গিয়াকামী থানা থেকে এসআই রঞ্জন বিশ্বাসকে তেলিয়ামুড়ায় বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে মুঙ্গিয়াকামী থানায় আনা হয়েছে এসআই রথীন্দ্র দেববর্মাকে।

কৃষক নেতার উপর আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বেণু বিশ্বাস হত্যা মামলা নিয়ে দক্ষিণ জেলার রাজনৈতিক পরিবেশ এখনও সরগরম। কারণ, পুলাশি এখনও একজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেনি। এরই মধ্যে দক্ষিণ জেলায় আরও এক বাম নেতা দৃষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কৃষক সভার পিলাক অঞ্চল কমিটির সম্পাদক এবং জেলা কমিটির সদস্য অসিত বৈদ্য। অভিযোগ, এদিন রাতে পিলাক বাজারে তাকে একা পেয়ে দুষ্কৃতিরা প্রচণ্ড মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সারা ভারত কৃষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য প্রশাসন দৃষ্কতিদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তাই দীর্ঘদিন ধরে কৃষক সভা যে কথা বলে আসছে তা আবারও প্রমাণিত হল। অসিত বৈদ্যের উপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান তিনি। তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

জনতার হাতে আটক দুই নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কল্যাণপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে জনতার হাতে ধরা পড়ল দুই নেশা কারবারি। উত্তম-মধ্যম দিয়ে তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই নেশা কারবারি নেশার রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। অবশেষে শুক্রবার রাতে দুই জনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসীরা। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার কমলনগর মর্গানপাড়া এলাকায়। ধৃতরা হলো প্রসেনজিৎ দেববর্মা (৩২) ও রজত বিশ্বাস (২৫)। উভয়ের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া দেবেন্দ্র সর্দারপাড়ায়। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শনিবার সকালে মর্গানপাড়া স্কুলের পাশে শ্মশানঘাট সংলগ্ন জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস ভর্তি কৌটা উদ্ধার করে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উচ্চ আদালতে ফের খেলো সরকার

আগরতলা, ১২ ফব্রুয়ারি।। গ্রুপ ডি থেকে গ্রুপ সি ড্রাইভার পদে বন দফতরের কিছু কর্মীকে উন্নীত করতে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। সমকাজে সমবেতনের যুক্তি দেখিয়েই তাদের গ্রুপ সি ড্রাইভার হিসেবে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আবেদনকারীদের সবার বাড়ি উদয়পুরে। তারা প্রায় ৩০ বছর ধরে বন দফতরে কাজ করছিলেন। সবাই চুক্তিবদ্ধ হিসেবেই এতদিন কাজ করেছেন। কাগজে কলমে তাদের গ্রুপ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। অথচ তারা সবাই দফতরের গাড়ি চালান। সুপ্রিম কোর্ট সমকাজে সমবেতনের কথা বলেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গাড়ি চালকের কাজ করলেও বেতন মিলছিল গ্রুপ ডি'র। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই উদয়পুরের

সমীর দে, দিলীপ দে এবং সদর এলাকার প্রদীপ সরকার, বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং মরণ চন্দ্র সাহা উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। তারা গত প্রায় ৩০ বছর ধরে বন দফতরে কাজ করছেন। প্রথমে তারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবেই কাজ করতেন। ২০১৪ সালে বাম আমলে তাদের গ্রুপ ডি হিসেবে চাকরিতে নিয়মিত করা হয়। কিন্তু বহু বছর ধরেই তারা বন দফতরে গাড়ি চালক হিসেবে কর্মরত আছেন। গাড়ি চালকদের গ্রুপ সি স্কেল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বন দফতরে বঞ্চনার শিকার হন বেশ কয়েকজন। তারাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধ উচ্চ আদালতে মামলা করলে এটি শুনানির জন্য গৃহিত হয়। বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি হয়। যথারীতি শুনানির পর বিচারপতি

উন্নীত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি তলাপাত্রের নির্দেশ এই বছরের ১৫ এপ্রিল থেকেই গ্রুপ সি হিসেবে পদোন্নতি দিতে হবে আবেদনকারীদের। সরকার পক্ষকে এজন্য যা যা দরকার করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। একইভাবে উদয়পুরের বিধান দাস, মানিক দাস, সুবল দাস এবং প্রিয়তোষ দাস চৌধুরীকেও পদোন্নতির নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত।একইভাবে নতুন করে আবেদনকারীদেরও গ্রুপ সি হিসেবে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের পক্ষে মামলায় লড়াই করেন তরুণ আইনজীবী কৌশিক রায় এবং তাকে সহযোগিতা করেন উদয় শঙ্কর সিং ও রোহন চক্রবর্তী। সরকার পক্ষে মামলায় শুনানি করেন আইনজীবী সুভাষ ভট্টাচার্য।

পুলিশে আস্থা হারিয়ে নেশা বিরোধী অভিযানে আমজনতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, জনগণ ১২ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে সাধারণ নাগরিকরা। ফের একবার নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে আসা এক যুবককে আটক করল এলাকাবাসী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের চৌমুহনিস্থিত তকসাপাড়া রোড এলাকায়। আটককৃত যুবকের নাম জিতেন দেববর্মা (২১) । বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ করইমুড়া এলাকায়। যুবকটি বিশ্রামগঞ্জ আইটিআই-এ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র। নেশায় আসক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে একাংশ যুবকের। উঠতি বয়সের যুবকরা এ ধরনের ফাঁদে পড়ে জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আটককৃত যুবকটি প্রত্যহ নেশার ট্যাবলেট ও ড্রাগস গ্রহণ করে বলে জানায়। তৎসঙ্গে এ ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রির সঙ্গে সে জড়িত। এদিন নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গেলে এলাকার

এলাকাবাসীরা তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে অনেকগুলি কৌটা উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে উদ্ধার হয় নগদ টাকাও। এলাকাবাসীদের জোর জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ এলাকা থেকে প্রতিদিন এই নেশার কৌটা ক্রয় করে আনে। বিশ্রামগঞ্জ সহ পার্শ্বিতী এলাকার কিছু যুবকের কাছে বিক্রিও করে সে। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা বিশ্রামগঞ্জ পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়। এমনিতেই বিশ্রামগঞ্জ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নেশা কারবারিদের খপ্পরে পড়ে একাংশ উঠতি বয়সের যুবকরা ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। পুলিশ এ বিষয়ে কুম্ভ নিদ্রায় আচ্ছন্ন বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ রয়েছে।পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে এলাকার জনগণ এ ধরনের বিষয়ে জোরদার নজরদারি চালাচ্ছে। আর তাতে সাফলওে আসছে

ভেঙে পড়লো বিদ্যুতের খুঁটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ ফেব্রুয়ারি।। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেলেন পথচারীরা। শনিবার সকালে খোয়াই সিঙ্গিছড়া এলাকায় রাস্তার পাশের একটি বিদ্যুতের খুঁটি আচমকা ভেঙ্চে পড়ে। খুঁটিটি একেবারে রাস্তার মাঝ বরাবর ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময় সেই জায়গায় কেউ ছিলেন না। তবে কিছুটা দূরে অবশ্যই লোকজন ছিলেন। তারা বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন। বিদ্যুতের খুঁটিটি একেবারে গোড়ার দিকে জং ধরে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু খুঁটিটি সারাই কিংবা পরির্তন করা হয়নি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত খুঁটি ভেঙে পড়ে। এতে করে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে অবশ্য খবর পেয়ে বিদ্যুৎকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী যদি এদিন কারোর কোন ক্ষতি হতো তাহলে এর দায়ভার অবশ্যই নিগম কর্তৃপক্ষকেই নিতে হতো। তাই এই ধরনের ভঙ্গুর খুঁটি যেখানেই আছে অবিলম্বে সারাই কিংবা পরিবর্তন করা হোক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা এখন নেশা সামগ্রী পাচারের করিডোর হিসেবে পরিণত হয়েছে। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর সীমাস্ত তার মধ্যে অন্যতম। অভিযোগ, কৈয়াঢেপা, কোনাবন, কামথানা, অরবিন্দনগর ও কমলাসাগর এলাকার সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী, গরু এবং চুরির বাইক পাচার হয়। কোথাও আবার বিএসএফ'র চোখে ফাঁকি দিয়ে আবার কোথাও একাংশ জওয়ানের সাহায্য নিয়ে পাচারকারীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচেছ। শুক্রবার রাতেও কমলাসাগর সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গলে উদ্ধার হয়েছে গাঁজা ও ফেন্সিডিল। শনিবার সকালে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় মধুপুর থানার পুলিশের হাতে। তবে এই ঘটনায় বিএসএফ কিংবা পুলিশ

কমলাসাগর সীমান্তের ১১২নং গেট এলাকায় রাতে বিএসএফ জওয়ানরা টহলদারির সময় রাস্তার

কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা সেগুলি ধরে ফেলে। শনিবার সকালে বিএসএফ'র তরফ থেকে ফেন্সিডিল



পাশে জঙ্গলে বস্তাবন্দি অবস্থায় কিছু পড়ে থাকতে দেখতে পান। পরে তারা আধিকারিকদের খবর দিলে তারাও ছটে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে আধিকারিকরা বস্তা খুলে দেখেন ফেন্সিডিল এবং গাঁজা বস্তা ভর্তি অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাতেই হয়তো নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে

দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠছে, নেশা সামগ্রী উদ্ধার হলেও পাচারচক্রের সাথে জড়িতদের কেন গ্রেফতার করা যাচেছ না? একাংশ নাগরিকদের অভিযোগ, সর্যেতেই ভূত লুকিয়ে আছে বলেই পাচারকারীরা ধরা পড়ে না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE(PWD)/BLN/2021-22 DATED, 09-02-2022

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' item rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD TTAADC / MES/CPWD / Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11-03-2022 for the following

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER			
1	Construction of RCC bridge over Abhayacherra on Barpathari to Tulamura road at Ch.4.50 KM (Job No.TP/COM/1/ 2012- 13) for implementation under NABARD (RIDF-XII) (Length=43.120 m) / Balance Work (2nd Call)	. 2,03,06,677/-	Rs. 2,03,067/-	18 (eighteen) months	Appropriate Class			
	DNIT No. 07/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/ 2021-22	Rs.	Ř		Appro			

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 11-03-2022

• Time and date for opening of bid : At 16.00 Hrs on 14-03-2022 Cost of Tender document : ₹. 5000/-

Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in For any enquiry, please contact by e-mail to : eepwdbin2006@qmail.com.

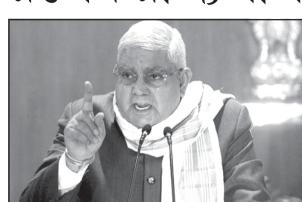
Sd/-Illegible Executive Engineer, ICA-C-3708-2022

(Er. Susanta Debbarma) Belonia Division, PWD(R&B)

Belonia, South Tripura

ত করলেন রাজ্যপাল পুরভোটের দিনই ফের শিরোনামে

বিধানসভার অধিবেশন



পাঠাতে বিলম্ব করেছিল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, গতবছর ১৭ নভেম্বর শীতকালীন অধিবেশন শেষ হয়েছিল বঙ্গ বিধানসভায়। তবে সেই ফাইল রাজ্যপালকে পাঠানো হয় ১০ ফেব্রুয়ারি। সেই ফাইলই স্বাক্ষর করে টুইট করেন রাজ্যপাল। আর তা নিয়েই তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা 📂 উল্লেখ্য, দিল্লিতে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যপাল ইস্যুতে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির কাছে 'বেসরকারিভাবে' রাজ্যপালকে সরানোর আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে সরানোর দাবিতে সংসদে স্বতন্ত্র প্রস্তাব আনে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৭০ ধারায় রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব আনা হয়। এই আবহে রাজ্যপালের টুইট ঘিরে

মাস ধরেই রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছিল। এরই মাঝে হাওড়া পুরবিল নিয়ে সংঘাত বাড়ে রাজ্যপাল ও বিধানসভার অধ্যক্ষের মধ্যে। বিধানসভায় গিয়েই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে তোপ দেগেছিলেন। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের নাম না করেই জগদীপ ধনখডকে 'ঘোডার পাল' বলে তোপ দাগেন। এর জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল পালটা জাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তার একটিও প্রমাণিত হলে রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ভাবে রাজ্যপালের টুইটে শোরগোল পডে যায় আজকে। যদিও পরে শাসকদলের

আগে পুণেতে থাকা প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন বছর উনিশের এক তরুণী। এই ঘটনার পর তরুণীর মা এবং দাদা ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। তরুণী পালিয়ে গিয়ে উরাঙ্গাবাদের একটি গ্রামে স্বামীর সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর ছ'মাস কেটে যাওয়ায় তরুণী ভেবেছিলেন যে, এ বার হয়তো তাঁর পরিবারের রাগ পড়ে গিয়েছে। তাই ফের নিজের গ্রাম লাডগাঁওতে এসে থাকতে শুরু করেন। মেয়ে ফিরে এসেছে খবর পেয়েছিলেন তরুণীর মা। সেই খবর পেয়েই তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্রাও করে আসেন। মা, দাদা তাঁর উপর রেগে নেই এ ধারণাটা এবার বিশ্বাসে বদলে যায়। কিন্তু তাঁরা যে আডালে কী চক্ৰান্ত চালাচ্ছিলেন সেটা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি ওই তরুণী। ঠিক এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বারের জন্য মেয়ের বাডিতে হাজির হন মা। এবার সঙ্গে

এসেছিলেন তরুণীর দাদাও। দাদাকে

দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন

তরুণী। এরপর এক কথা, দু'কথা

থেকে কথা আরও বাডতে শুরু

করে। তরুণীর দাদারও মাথাগরম

হতে শুরু করে। বোনের ঘটনা নিয়ে

মনের মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল সেটা

বোনের মাথা

কেটে বারান্দায়

ঝুলিয়ে

রাখলেন দাদা!

পুণে, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মাস ছয়েক

লেখা হয়েছে, এবিজি শিপইয়ার্ড ঋণের অপব্যবহার করেছে তো বটেই, এইসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে সময় মতো সুদ-সহ কিস্তির টাকাও দেয়নি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার জেরে বিতর্ক

হাজার কোটির দুর্নীতি !

<mark>গান্ধীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি।।</mark> মাঝে সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে বটে, তবে

কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিরা এখনও অধরা। এর মধ্যেই বিপুলাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির

খবর সামনে এল। মোদির রাজ্য গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে

২৮টি ব্যাঙ্কের মোট ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ

উঠল। এই ঘটনায় সিবিআই অভিযোগ এনেছে ওই জাহাজ নির্মাণ সংস্থার

তিন কর্ণধার ঋষি আগরওয়াল, সন্থানম মুথস্বামী ও অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে।

এবিজি গ্রুপের এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড কোম্পানি জাহাজ নির্মাণ ও

মেরামতির কাজ করে থাকে। গুজরাটের দাহেজ ও সুরাটে রয়েছে সংস্থার

কারখানা। অভিযোগ, সংস্থাটি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার কোটি

টাকা ঋণ নিলেও সেই ধার পরিশোধ করেনি। সংস্থাটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ

ইভিয়া থেকে ঋণ নিয়েছে ২ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা। আইসিআইসিআই

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে ৭ হাজার ৮৯ কোটি টাকা, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

থেকে জাহাজ নির্মাণ সংস্থাটি ঋণ নিয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা। ১

হাজার ৬১৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা থেকে, ১ হাজার

২৪৪ কোটি নিয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ

ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছে ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা।ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির

ঘটনায় এবিজি শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্ণধারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

করেছে সিবিআই। এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৯ সালের

১৮ জানুয়ারিতে আরনেস্ট অ্যান্ড ইয়ং এলপি একটি ফরেনসিক অডিট

রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এপ্রিল ২০১২ থেকে জুলাই

২০১৭, এই সময়পর্বে অভিযুক্তরা যৌথভাবে ব্যাঙ্ক তহবিলের যথেচ্ছ

অপব্যবহার, বিশ্বাস লঙ্ঘন ও তহবিলের অবৈধ ব্যবহার করেছে। যে

উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছিল তা করা হয়নি।" এছাড়াও এফআইআর-এ

দেরাদূন, ১২ ফেব্রুয়ারি।। উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতলেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে দাবি করলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিংহ ধামী। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর ওই মন্তব্যের পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের দাবি, ভোট পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই প্রচারের শেষ প্রহরে বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরে মেরুকরণের রাজনীতি করতে চাইছেন ধামী।ওই সাক্ষাৎকারে ধামী বলেন, "বিধানসভা ভোটে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলেই উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের আইনি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করবে। সব ধর্মের মানুষের জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, জমি-সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একই আইনের ব্যবস্থা করা হবে আমাদের রাজ্যে।" ধামীর দাবি, প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে, লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে এবং হিমালয়ে ঘেরা ওই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয় এবং পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। প্রসঙ্গত, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে সব ধর্মের মানুষের জন্য একই রকম পারিবারিক, বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কথা কয়েক দশক ধরেই বলে আসছে বিজেপি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি-র ইস্তাহারেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিশ্রুতি ছিল। ওই বিধি কার্যকর হলে মুসলিমদের শরিয়ত অনুযায়ী ব্যক্তি আইনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি সরকার তিন তালাক নিষিদ্ধ করা, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকারের ৩৭০ অনুচেছদ এবং ৩৫এ অনুচেছদ রদ করা, রামমন্দির নির্মাণ, নতুন শিক্ষানীতির মতো সঙ্ঘ পরিবারের কর্মসূচি একের পর এক রূপায়ণ করছে বলে অভিযোগ। এবার দেশের এক অঙ্গরাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে উসকে দিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিতর্ক।



অসমের মখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় যব কংগ্রেসের কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে দেশের রাজধানীর রাজপথে।

ফাইল রাজ্যপালের কাছে পাঠানো সে কারণে ক্লাস বা ফুটবল হয়। তবে রাজ্য-রাজ্যপাল দলের অন্য ছেলেদের সংঘাতের আবহে সেই ফাইল তুলনায় তাকে সব সময়ই ছোটখাটো দেখাত। মেসির আই-প্যাকের পরিবার ছিল দরিদ্র, তাই প্রতিদিন গ্রোথ হরমোন ভাড়া বাড়িতে ইনজেকশন নেওয়ার ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছিল হানা পুলিশের না। এ সময় এগিয়ে আসে বিশ্বখ্যাত ফুটবল দল

অধিবেশন

রাজ্যপাল জদগীপ ধনখড়। বাংলার

রাজনৈতিক মহলে শোরগোল

ফেলে দিয়ে বিধানসভা—'সমাপ্ত'

করেন রাজ্যপাল। অর্থাত

বিধানসভাকে না ভেঙেই তিনি তা

স্থগিত করলেন। এদিন টুইট করে

রাজ্যপাল এই সিদ্ধান্ত জানান। তিনি

টুইট করে লেখেন, 'সংবিধানের

১৭৪ নম্বর ধারার উপধারা ২-এর

অধীনে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে স্থগিত

থাকছে অধিবেশন। — রাজ্যপালের

টুইটে ধোঁযাশা তৈরি হলেও পরে

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ স্পষ্ট

করে জানান, স্বতঃপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত

নেননি রাজ্যপাল। বলেন, 'রাজ্যের

পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই

সিদ্ধান্ত নিয়ে অযথা ধোঁয়াশা তৈরি

হয়েছে। কারণ মন্ত্রিসভার সুপারিশ

মেনেই রাজ্যপাল অধিবেশন স্থগিত

করেছেন। রাজ্যপাল কোনও স্বতঃ

প্রণোদিত সিদ্ধান্ত নেননি।' তিনি

আরও জানান, মন্ত্রিসভা ঠিক করে

দেওয়া দিনক্ষণ অনুযায়ী পরবর্তীতে

রাজ্যপাল ।প্রসঙ্গত, প্রথা অনুযায়ী

শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলেই

পরিষদীয় দফতরের তরফে

অধইবেশন শেষ হওয়া সংক্রান্ত

ডাকবেন

জানা এজানা

করতে সক্ষম। কিন্তু

কারণটা যদি হয় জিনগত বা

জন্মগত, তবে সাধারণত

কোনো সুফল পাওয়া যায়

না চিকিৎসায়। কিছু কিছু

বামনের কম উচ্চতার সঙ্গে

স্কেলিটাল ডিসপ্ল্যাসিয়া বা

তুলনায় হাত-পা খাটো বা

সাধারণত জিনগত সমস্যা।

থেকে গ্রোথ হরমোন কম

নিঃসরণের কারণে খর্ব হয়ে

নিশ্চিত করা যায়। যেমনটা

মেসির ১২ বছর বয়সে ধরা

হরমোনের অভাব রয়েছে।

বার্সেলোনা। মেসির মধ্যে

অপার সম্ভাবনা দেখতে

পেয়েছিল বার্সেলোনা।

তাই তাঁর চিকিৎসার সব

নিয়েছিল এক শর্তে, তা

হবে মেসিকে। তাদের

এখন পর্যন্ত বিশ্বের

সিদ্ধান্ত যে মোটেও ভুল

সবচেয়ে ছোট মানুষটির

নাম জ্যোতি অ্যামগি।

নারীর উচ্চতা মাত্র ২

ফুট ১ ইঞ্চি। জনাগত

অ্যাকন্ড্র প্ল্যাসিয়ায়

বুক অব রেকর্ড সে

তিনিই সবচেয়ে ক্ষুদ্র

খর্বাকৃতি বা বামনদের

মধ্যে অনেকেই বিশ্বখ্যাত

পারফরমার হয়েছেন।

উইজার্ড অব ওজ, গেম

জটিল রোগ

মানুষ।

অভিনেতা বা

ভারতের কেরালার এই

আক্রান্ত জ্যোতি। গিনেস

ছিল না, তা আজ প্রমাণিত।

ব্যয়ভার তারা কাঁধে তুলে

হলো বার্সার হয়েই খেলতে

ঘটেছে বিশ্বখ্যাত ফুটবল

আবার পিটুইটারি গ্রন্থি

থাকলে ইনজেকশনের

মাধ্যমে গ্রোথ হরমোন

ব্যবহার করে উচ্চতা

খেলোয়াড় লিওনেল

পড়ে যে তার গ্রোথ

মেসির বেলায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্য

থাকে। যেমন শরীরের

বেশি লম্বা। এগুলো

তুষারকন্যা ও সাত বামনের

গল্প ছোটবেলায় কে না

পড়েছে? পাহাড়ে সাত

বামন আদরে—যত্নে না

রাখলে তুষারকন্যা কবেই

মরে যেত! গল্পকাহিনি বা

পুরাণে বামনদের একটা

আলাদা মর্যাদা আছে।

বেশির ভাগ পুরাণেই

বুদ্ধিমতাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও

উচ্চ মানবিক গুণাবলির

মানুষ হিসেবে তুলে ধরা

হয়। কিন্তু কেন কিছু কিছু

মানুষ এত খর্বাকৃতির হয়

যে লোকে তাদের বামন

আমাদের শারীরিক বৃদ্ধির

জন্য শৈশবে কিছু হরমোন

করে। এর সঙ্গে চাই সঠিক

পুষ্টি ও বেড়ে ওঠার মতো

পরিবেশ। কৈশোরে গ্রোথ

হরমোনগুলো বেশি বেশি

করে নিঃসরণ হয় বলে এ

সময়টাতেই আমরা দ্রুত

বাড়তে শুরু করি। একে

বলে পিউবারটাল স্পার্ট।

প্লেটগুলোর বাড়ন্ত অংশ

ফিউজ হয়ে যেতে থাকে,

এরপর আমরা লম্বায় আর

বাড়ি না। তার মানে ১৮

বছরের আগে পুষ্টি ও

প্রয়োজনীয় হরমোনের

ব্যাহত হতে পারে।

পিটুইটারি গ্রন্থি বা

সমস্যা, যেখানে

অভাব হলে শারীরিক বৃদ্ধি

হরমোনগুলো যেসব গ্রন্থি

থেকে তৈরি হয়, যেমন

থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যায়

মানুষ বামন হতে পারে।

হতে পারে জিনগত নানা

কারণে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

ভিটামিন ও আমিষের

হয়। অনেক সময়

খৰ্বাকৃতি হয়। তবে

তা কিন্তু নয়।

জন্মগতভাবে জিনের ত্রুটির

উন্নয়নশীল দেশে অপুষ্টি ও

অভাবে শিশুরা খর্বাকৃতির

ছোটবেলায় দীর্ঘদিন রোগে

খর্বাকৃতি মানেই যে বামন,

দেশ--জাতিভেদে বিশ্বের

একেক জায়গার মানুষের

পাশ্চাত্য দেশের মানুষের

উচ্চতা একেক রকম।

ভোগার কারণেও মানুষ

বয়সে হাড়ের গ্রোথ

আবার ১৮ থেকে ২১ বছর

হরমোন, থাইরয়েড

হরমোন এবং সেক্স

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

বামনদের উচ্চ

উদ্ধার মাদক পানাজি, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গোয়ার



বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কৌশলকারী প্রশাস্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের ভাড়া করা অফিসে হানা দিল পুলিশ। গোয়া বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি রণকৌশলের দায়িত্বে রয়েছে প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা। আই-প্যাকের পক্ষ থেকে ভাড়া করা একটি বাড়িতে হানা দেয় পোখরিমের পুলিশ। হানা চালিয়ে সেখান থেকে আই-প্যাকের এক কর্মীকে মাদক-পদার্থ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। গোয়া পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পোখরিমের পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে যে, আইপ্যাকের কিছু কর্মী স্থানীয় এলাকায় আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আইপ্যাকের কর্মীদের ভাড়া নেওয়া কিছু বাড়িতে যখন হানা দেয় তখন সেখান থেকে কিছু মাদক পদার্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভাড়া বাড়িতে থাকা আইপ্যাকের এক কর্মী জানান যে, ওই মাদক পদার্থ তাঁর সহকর্মী বিকাশ নাগলের। এ কথা জানার পর পুলিশ বিকাশ নাগলকে গ্রেফতার করেছে।শনিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। উল্লেখ্য, গত আড়াই বছর ধরে আইপ্যাক তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। তৃণমূলের ভোটের রণকৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করছে আইপ্যাক। এরই মধ্যে সূত্রের খবর, আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

আভবেক-সহ সমস্ত পদের অবলাপ্ত

ভোটারদের টাকা পরসা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, জাগামী ১২ ফেব্রুয়ার গোয়ার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সভানেত্রী মমতা স্বান্যদের সঙ্গেই জাতীয় কর্মসমিতিতে রাখা হয়েছে। সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে পারেন বলে তাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তৃণমূলে সমস্ত শীর্ষপদের আপাতত অবলপ্তি ঘটানো হল। অবলপ্তি ঘটালেন স্বয়ং মমতাই ! বদলে গড়া হয়েছে ২০ জনের জাতীয় কর্মসমিতি। যারা দলের কাজ দেখাশোনা করবে। কর্মসমিতির মাথায় রয়েছেন মমতা নিজে।শনিবার কালীঘাটে মমতার ডাকা দলের বৈঠকের পর তৃণমূলের নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ওই কথা জানিয়েছেন। পার্থ অবশ্য সরাসরি 'শীর্ষপদের অবলুপ্তি' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন, "জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষিত হল। এর পর পদাধিকারীদের নাম নেত্রী ঘোষণা করবেন।''যার অর্থ, পার্থ নিজে যেমন দলের মহাসচিব থাকলেন না তেমনই রাজ্য সভাপতি থাকলেন না সব্রত বক্সি। আবার একই ভাবে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকলেন না অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে অভিষেককে

কাকে কোন পদ দেওয়া হবে তা পরে স্থির করবেন মমতা স্বয়ং। সেই কর্মসমিতি এবং পদাধিকারীদের নাম যথাসময়ে নির্বাচন কমিশনে জানানো হবে।পার্থের কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হওয়ার পর চার-পাঁচ জনের নাম বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁরা আপাতত কাজ চালাবেন। তাঁদের উনি ডেকেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হল। পদাধিকারী যাঁরা হবেন, সে তালিকা তিনি অতি শীঘ্রই মনোনীত করবেন। এবং তা জাতীয় নিৰ্বাচন কমিশনে জানিয়ে দেওয়া হবে।" কেন এমন পদক্ষেপ করলেন মমতা ?তৃণমূলের একাধিক নেতার ব্যাখ্যা, দলের অন্দরে 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি নিয়ে যে বিরোধ এবং বিতর্ক চলছিল,

ঘনিষ্ঠেরা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। সেই কারণেই মমতা এক ধাক্কায় সমস্ত পদের অবলপ্তি ঘটালেন। অর্থাৎ, কারও পদই যদি না থাকে, তা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন কী করে !যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যাখ্যার কথা স্বীকার করেননি কেউই। তবে তুণমূল সূত্রের খবর, মমতা কারও সঙ্গেই কোনো আলোচনা করে বা মতামত চেয়ে ওই কর্মসমিতি ঘোষণা করেননি। একেবারেই মমতার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবারের ঘোষণার ফলে অভিষেক যেমন আর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রইলেন না. তেমনই তিনি জাতীয় কর্মসমিতিরও সদস্য রইলেন। অর্থাৎ, দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটির একজন সদস্য হয়ে রইলেন তিনি। এর পর তাঁকে মমতা কোনও পদ দেন কি না, তা দেখার। দিলেও অভিষেক কোন্ পদে থাকেন, সেটিও দেখার।

৩৩টি খন করে পুলিশের জালে সিরিয়াল কিলার

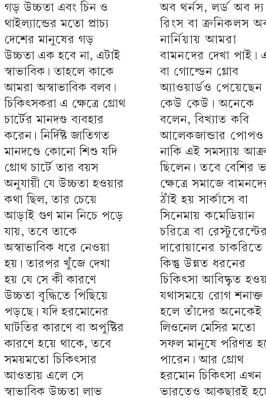
ভোপাল, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আদেশ খামরা। এক ডাকে সকলেই চেনেন তাঁকে। এক জন ভাল দৰ্জি হিসেবে নিজের এবং আশপাশের এলাকায় ভাল নামডাকও রয়েছে তাঁর। দিনে জামাকাপড সেলাই করতেন আর রাত হলেই বদলে যেত তাঁর রূপ। তখন আর তিনি সকলের আদেশ দৰ্জি নন, হয়ে উঠতেন এক জন খ্নি !খ্ন করার জন্য রাতের আঁধারকেই বেছে নিতেন আদেশ। সকালে একেবারে ছাপোষা দর্জি। ফলে পাড়ার লোক তো বটেই, এমনকি বাডির লোকেরাও কোনও দিন টের পাননি আদেশ এক জন

এরপর দুইয়ের পাতায়

তার জেরে অভিষেক তাঁর সর্বভারতীয় সাধারণ লাইফ স্টাইল

কোথা থেকে এসেছিল করোনা, বাদুড় নাকি চিনের ল্যাব ?

দু'বছরে কী কী জানা গেল



রিংস বা ক্রনিকলস অব নার্নিয়ায় আমরা বামনদের দেখা পাই। এমি বা গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন কেউ কেউ। অনেকে বলেন, বিখ্যাত কবি আলেকজান্ডার পোপও নাকি এই সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজে বামনদের ঠাঁই হয় সার্কাসে বা সিনেমায় কমেডিয়ান চরিত্রে বা রেস্টুরেন্টের দারোয়ানের চাকরিতে। কিন্তু উন্নত ধরনের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হওয়ায় যথাসময়ে রোগ শনাক্ত হলে তাঁদের অনেকেই লিওনেল মেসির মতো সফল মানুষে পরিণত হতে পারেন। আর গ্রোথ হরমোন চিকিৎসা এখন ভারতেও আকছারই হচ্ছে।

দু'বছর হয়ে গিয়েছে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবী জুড়ে। প্রথম দিকে যেমন আতঙ্ক ছিল, এখন তার অনেকটাই কমে গিয়েছে। এই দু'বছরে করোনা নিয়ে কম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। কী কী জানা গিয়েছে তাতে? কোথা থেকে এসেছিল করোনা ? কবেই বা শেষ হবে এটি ? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা ? হালে এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম WHO-র

বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথনকে জিজ্ঞাসা করেছিল এই বিষয়ে। কোথা থেকে এসেছে করোনা ? সৌম্য স্বামীনাথনের মতে, যে কোনও অতিমারির শুরু হয় যখন একটি জীবাণু অন্য কোনও প্রাণীর শরীর থেকে

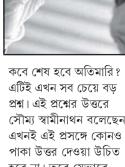
মানুষের শরীরে চলে আসে। তার জিনগত গঠনে বদল হয়, সেটি সংক্রমিত হতে থাকে অন্য মানুষের মধ্যে। তাঁর কথায়, এখনও পর্যন্ত যা আন্দাজ, তাতে বাদুড় থেকেই

এসেছে কোভিডের জীবাণু। কিন্তু স্পষ্ট করে এখনও পুরোটা বোঝা যায়নি। এত দিনেও কেন পুরোটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, যে কোনও জীবাণুরই সূত্র খুঁজে পেতে বেশ কয়েক বছর লাগে। SARS যেমন ভামবিড়াল থেকে, MERS যেমন উট থেকে এবং HIV যেমন শিস্পাঞ্জি থেকে

এসেছে, সেগুলি বুঝতেও বহু

বছর লেগে গিয়েছিল। তাহলে কি চিনের ল্যাব থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, কোনও তত্ত্বই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর মতে, যাঁরা করোনার উৎসস্থলটি পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা এখনও পর্যন্ত যা প্রমাণ পেয়েছেন, তা থেকে মনে করা হচ্ছে, এটি সরাসরি কোনও প্রাণীর থেকেই

এসেছে।



সৌম্য স্বামীনাথন বলেছেন, হবে না। তবে যেভাবে আমরা চলছি, তাতে চলতি বছরের শেষে এই বিষয়ে

পাকাপোক্ত উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হতে পারে। তবে তাঁর আশঙ্কা, যদি হঠকারিতার কারণে আবার একটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আবার

কিছু শুরু করতে হবে।

আমাদের গোড়া থেকে সব



ম্যাচে সেরকম অস্বাভাবিক কিছু

ঘটলো না। প্রাথমিক পর্বকে পেছনে

ঠেলে দিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং

রামকৃষ্ণ ক্লাব দুইটি দলই এদিন

অনেক ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে

ঝাঁপায়। অন্যান্য ম্যাচের তুলনায়

ফরোয়ার্ড ক্লাবের মাঝমাঠ এদিন

অনেক বেশি সচল ছিল। ফলে

চিজোবা এবং ভিদাল চিসানোর জন্য

বল সরবরাহে কোন ঘাটতি ছিল না।

প্রীতম, সানা-রা শুরু থেকেই

মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা

করে। যদিও রামকৃষ্ণ ক্লাবও খুব

সহজে ছেড়ে দেয়নি। সত্যম শর্মা,

প্রবীণ সুব্বা-রা ফরোয়ার্ড ক্লাবের

মাঝমাঠের সাথে সমানতালে পাল্লা

দিলো। প্রথমার্ধে রামকৃষ্ণ ক্লাবের

কাছে গোল করার সুযোগ যেমন

এসেছিল তেমনি ফরোয়ার্ড ক্লাবের

কাছেও সুযোগ আসে। ম্যাচের ২৪

মিনিটে সহজতম সযোগ হাতছাড়া

গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল

করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধে কোন

কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান

হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন

শাকিব। আইপিএলে ৭১ ম্যাচে

৭৯৩ রান করেছেন। রয়েছে দু'টি

অর্ধশতরানের ইনিংস। ব্যাটিং গড়

১৯.৮২। স্ট্রাইক রেট ১২৪.৪৮।

বল হাতে নিয়েছেন ৬৩ উইকেট।

সেরা বোলিং ১৭ রানে ৩ উইকেট।

ওভার প্রতি খরচ করেছেন ৭.৪৩

রান। দীর্ঘ দিন দেশকে নেতৃত্ব

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দিয়েছেন বাঁহাতি এই ক্রিকেটার।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা

কমিটির চেয়ারম্যান তথা সোনামুড়া

নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান

শাহজাহান মিঞা, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ

অ্যাসোসিয়েশনের যথাসচিব বুদ্ধ

পাল, আব্দুল জলিল সহ অন্যরা।

হবে রাজ্য কমিটি। অর্থাৎ টিসিএ,

সরকারিভাবে রাজ্যে ফুটবল,

ক্রিকেটের পৃথক রাজ্য কমিটি হবে

খবরে প্রকাশ, ক্রীড়া পর্যদের বাম

থেকে রাম হওয়া এক কর্তাই নাকি

এসব কান্ডের মাস্টার মাইন্ড।

তিনিই নাকি টিসিএ এবং

অ্যাসোসিয়েশন সরকারি মদতে

গড়তে চলেছেন। এক্ষেত্রে দুই

পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত ক্রীড়া অধিকর্তাও

যুক্ত। অর্থাৎ টিসিএ, টিএফএ-র

সামনে এখন বিকল্প ক্রিকেট ও

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাও

সমান্তরাল

টিএফএ-র

উ দ্যোগে এই ক্রীড়া নীতির সরকারি মদতে গঠন করতে চলেছে

সোনামুড়া স্পোর্টিং

সানরাইজার্স

ভিদাল চিসানো।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সিদ্ধান্ত বদলের

দাবি উঠেছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ একটি

প্রাইজমানি টেনিস ক্রিকেট

প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল এবং

ফাইনাল ম্যাচ এমবিবি স্টেডিয়ামে

অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়েছে

টিসিএ। স্বভাবতই গোটা রাজ্যের

ক্রিকেট মহল টিসিএ-র এই ঘোর

অক্রিকেটিয় সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে

উঠেছে। ক্রিকেট মহল চাইছে,

অবিলম্বে এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত

বদল করা হউক। গর্বের এমবিবি

স্টেডিয়ামকে এভাবে ধুলোয়

মিশিয়ে দিতে রাজি নয় কেউ।

প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে

বর্তমান ক্রিকেটাররা টিসিএ-র এই

সিদ্ধান্তে হতাশ। যদিও প্রকাশ্যে



দলটি। লিগেও প্রথম দিকে ছন্দে

ছিল না। তবে এরপর ক্রমশঃ ছন্দ

ফিরে পেয়েছে। সুপার লিগে

কোচ সুজিত হালদার বেশ আত্মবিশ্বাসী। ইন্দ্রনগর আইটিআই মাঠে এদিন অনুশীলন করলো তার দল। তিনি আত্মবিশ্বাসী তার দল আগামীকাল জিতবেই। সুপারের দলগুলির মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। তাই কিছুটা সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে বলে জানান। প্রতিপক্ষকে বাড়তি সমীহ নয়, আবার ফেলনাও নয়। এই নীতিতেই খেলতে চায় এগিয়ে চল সংঘ। ইতিমধ্যে শিল্ড জয় সম্পন্ন হয়েছে। এবার লক্ষ্য লিগ। লক্ষ্যপূরণের তাগিদে আগামীকাল তাই জয় ছাড়া কিছুই ভাবছে না

আড়াই হাজার

নিলাম সঞ্চালনা

করেছেন হিউ

এডমিডেস

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি।। জীবনে

আড়াই হাজারের বেশি নিলাম

করেছেন হিউ এডমিডেস।

আইপিএল-এ প্রথম নিলাম

করেছিলেন ২০১৮ সালে জয়পুরে।

কিন্তু কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি ৬৪

বছরের হিউয়ের। ৩৫ বছর ধরে

নিলাম করছেন হিউ। শনিবার

আইপিএল নিলাম চলাকালীন হঠাৎ

মুখথুবড়ে পড়েন তিনি। ব্রিটেনের

হিউকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

২০১৮ সাল থেকে নিলামের

সঞ্চালক হিসাবে সই করান। তাঁর

আগে এই দায়িত্ব সামলেছেন রিচার্ড

হেডলি। শুধু খেলার দুনিয়া নয়,

হিউয়ের সঞ্চালনায় নিলামে বিক্রি

হয়েছে আঁকা ছবি, আসবাবপত্ৰ,

চিনের মাটির জিনিসের মতো বিভিন্ন

জিনিস। ক্রিস্টির আন্তর্জাতিক

নিলামের ডিরেক্টর হিসাবে কাজ

করেছেন হিউ। সেখানে শুধু নিলাম

করাই নয়, নতুনদের নিলামের

সঞ্চালক হওয়ার প্রশিক্ষণও

দিয়েছেন তিনি। শনিবার

আইপিএল-এর নিলাম চলাকালীন

হঠাৎ সংজ্ঞা হারান হিউ। সেই সময়

শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গর নিলাম

চলছিল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

ব্যাঙ্গালোর ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ দাম

হেঁকেছে তাঁর। সেই অবস্থাতেই

সংজ্ঞা হারান হিউ।এ বারের

আইপিএল নিলামে ৫৯০ জন

ক্রিকেটারের নিলাম করার কথা

হিউয়ের। আরও ১০ জন

ক্রিকেটারকে যোগ করা হয়

শুক্রবার। মোট ৬০০ জনের নিলাম

হবে দুই দিন ধরে। বেঙ্গালুরুর সেই

নিলামে ১০ দল মিলে কিনছিল

ক্রিকেটার দের। সেই নিলাম

চলাকালীন হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে

মুখথুবড়ে পড়েন হিউ।এই

নিলামে আর অংশ নেবেন না

হিউ। তাঁর বদলে চারঃ শর্মা

দেখতে থাকলো দুই দলের দুই

কর্মকর্তার বাক্যুদ্ধ। কিছুটা অবাকও

হলো তারা। কারণ এসব তো তাদের

একচেটিয়া রাজত্ব। সেখানেও এবার

কর্মকর্তারা থাবা বসালেন।টিএফএ-র

কর্মকর্তাদের সহায়তায় পরিস্থিতি

স্বাভাবিক হলো বটে তবে একটা নতুন

ঝামেলার ইঙ্গিতও দিয়ে গেলো

এদিনের ঘটনা। অবশ্য দর্শকরা বেশ

খূশি। কমবয়সি সমর্থকরা উত্তেজনার

বশে যা খুশি তাই বলে ফেলে। কিন্তু

দুইক্লাবের দুই অভিজ্ঞ কর্মকর্তাও এদিন

যেভাবে ওই কমবয়সি সমর্থকদের

মতো ঝামেলায় জড়ালেন সেটাও

কিন্তু কম উপভোগ্য ছিল না।

নিলামের সঞ্চালনা করবেন।

পৌঁছাতে বিশেষ কন্ত হয়নি। প্রথম দিকে একজন বিদেশি ফুটবলার মেলারমাঠের এই দলটি।

এগিয়ে চল সংঘ বনাম লালবাহাদুর থাকলেও ব্যর্থতার জন্য তাকে ছাঁটাই ব্যায়ামাগার। চার দলীয় সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব করা হয়েছে। এরপরও কিন্তু দলটি জয় পেয়েছে। ফলে এগিয়ে চল দৌড়াচ্ছে। আগামীকাল তাদের খেলতে হবে শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘ এবং লালবাহাদুর ক্লাবকে সংঘের বিরুদ্ধে। যাদের প্রধান শক্তি কিছুটা চাপের মধ্যেই নামতে হবে। হলো বিদেশি ফুটবলার পয়েন্ট হারানোর লক্ষ্যই হলো চ্যাম্পিয়নশীপ থেকে ছিটকে অ্যারিস্টাইড। গোলের ফোয়ারা যাওয়া। ফলে বেশ সতর্ক হয়েই ছুটিয়ে দিচ্ছে। নিজে গোল করছে, অপরকে দিয়েও করাচ্ছে। এককথায়

মাঠে নামবে দুইটি দল। আস্তাবল মাঠে এদিন শেষ প্রস্তুতি সেরে নিলো এগিয়ে চল সংঘের প্রাণভোমরা হলো অ্যারিস্টাইড। ফলে দলীয় লালবাহাদুর। শিল্ডে হতাশ করেছে

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ

রবিবার সুপার লিগের একটি

হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,



এতে উপস্থিত থাকবেন বিএসএফ-র আইজি এস কে নাথ, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুদর্শন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

ঝামেলায় জড়াচ্ছেন কর্মকতারাও

দেখিয়ে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিলেন।

ম্যাচের বয়স তখন ৮৬। ফরোয়ার্ড

ক্লাবের কর্মকর্তারা এসে তাকে নিয়ে

গেলেন গ্যালারিতে। তখনও কিছু

বোঝা যায়নি। ম্যাচ শেষ হতেই

ফরোয়ার্ড ক্লাবের এক বর্ষীয়ান

কর্মকর্তা ছুটে আসেন এবং বিনা

কারণেই উত্তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করে

পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলান।

পরিস্থিতিটা হয়তো সহ্য করতে

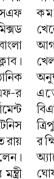
পারেননি রামকৃষ্ণ ক্লাবের এক প্রধান

ফুটবল কর্মকর্তা। তিনিও পাল্টা

মারমুখী মেজাজে এগিয়ে আসেন।

সাথে সাথেই মাঠের পরিস্থিতি

পাল্টে যায়। দর্শকরা অবাক হয়ে



সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ●এরপর দুইয়ের পাতায় │ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৮-তম কুশল স্মৃতি টেনিসে দলগত বিভাগের শেষ চারে উঠলো ত্রিপুরা-হোয়াইট দল। ত্রিপুরা-ব্লু দল বিদায় নিলেও আশা জিইয়ে রেখেছে ত্রিপুরা-হোয়াইট। মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত আসরে গ্রুপে চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচ জিতে ১৯ পয়েন্ট পেয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে ত্রিপুরা-হোয়াইট। আগামীকাল তারা ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে বাংলার মুখোমুখি হবে। অপর সেমিফাইনালে খেলবে বিএসএফ বনাম মিজোরাম। অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে উঠেছে বাংলা এবং কলকাতার স্পোর্টস ক্লাব। এদিকে, এদিন আসরের আনুষ্ঠানিক এখানে আর জাতীয় ক্রিকেট করবে উদবোধন হয়। এতে বিএসএফ-র না। নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ডিআইজি আশিস কুমার, টুর্নামেন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য টিসিএ-র এক ডিরেক্টর রুচিত জৈন, ত্রিপুরা টেনিস কর্মকর্তা একক প্রয়াসে এই হঠকারী অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। এর

তারা এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে নারাজ। তবে ক্রিকেটারদের স্বার্থে এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে টিসিএ-কে পিছিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়াম বিসিসিআই-র অর্থের দৌলতে গড়ে উঠেছে। মাঠটির পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। অসংখ্য কর্মী নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। এই অবস্থায় এমবিবি-র এই মাঠকে টেনিস ক্রিকেটের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ এরপর থেকে আরও অনেকেই টেনিস ক্রিকেটের জন্য এই মাঠ দাবি করবে। তখন কি হবে? ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠ হলেও এটি বিসিসিআই স্বীকৃত। জাতীয় ক্রিকেটের জন্য গোটা দেশে যেসব মাঠকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এমবিবি স্টেডিয়াম। তাই এমবিবি

স্টেডিয়ামে টেনিস ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলে বিসিসিআই হয়তো ভবিষ্যৎ-এ

ফলে রাজ্যের ক্রিকেটকেও ডুবিয়ে

সাতজন ভিনরাজ্যের ফুটবলার। গোল হয়নি। তবে এই অর্ধে বল দল সুপারে যাওয়া নিয়েই একটা তার মধ্যে একজন এদিন খেলেনি। সময় আশঙ্কার মধ্যে পড়ে দখলে কিছুটা এগিয়েছিল রামকৃষ্ণ চোট কতটা গুরুতর ওই ফুটবলারের গিয়েছিল। তবে এদিন সুপারের আইপিএলের শুরুতে দলই পেলেন না বাংলাদেশের শাকিব

মুম্বাই, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আইপিএল

২০২২-এর নিলামের প্রথম দিন দল

পেলেন না বিশ্বের একাধিক তারকা

ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে অন্যতম

বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার

শাকিব আল হাসান। দল পেলেন না

অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার স্টিভ

স্মিথ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার

ডেভিড মিলার এবং ভারতের

সুরেশ রায়না। শাকিবকে নিয়ে

প্রতিবছর আইপিএলেই আগ্রহ

থাকে। আইসিসি-র টি টোয়েন্টি

ক্রিকেটের অলরাউভারদের

ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন

শাকিব। এক দিনের ক্রিকেটে

অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায়

রয়েছেন শীর্ষে। তাও আইপিএলের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

সোনাম্ভা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী

২০ ফব্রুয়ারি থেকে সোনামুড়ায়

শুরু হবে টুয়েন্টি-২০ এসপিএল

নক্আউট ক্রিকেট। শনিবার এই

উপলক্ষ্যে সোনামুড়া স্পোর্টিং

অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে এক

সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন

করে উদ্যোক্তারা। প্রতিযোগিতার

বিস্তারিত তথ্য তলে ধরা হয়।

খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে

উদ্যোক্তারা এই প্রয়াস নিয়েছেন।

টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল প্রাইজমানি

বাবদ পাবে একটি গাডি।

রানার্সআপ দল পাবে একটি

বাইক। সোনামুড়া স্পোর্টিং

অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে

উদবোধনী অনুষ্ঠান হবে। এই

সেটা কারোর জানা নেই। তবে প্রথম

একাদশে তাকে দেখা গেলো না।এই

বছর সিনিয়র ফুটবলে অনেক

রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলেছে।

সুবিধাজনক জায়গায় থাকা দলকে

নিজের পায়ে কডাল মারতেও দেখা

গেছে। আবার বড বাজেটের কোন

দেখাল না প্রথম দিন। বাংলাদেশের

বহু জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন

শাকিব। তবে, বয়স বাড়ায় সিরিজ

ধরে ধরে খেলার কথা কিছু দিন

আগে জানিয়ে ছিলেন বাংলাদেশ

ক্রিকেট বোর্ডকে। গতমাসে

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ

থেকে সরে দাঁড়ান শাকিব। দক্ষিণ

আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের

সিরিজে খেলার কথা জানালেও,

টেস্ট সিরিজে খেলার বিষয়ে স্পষ্ট

মত জানাননি এই বিতর্কিত

অলরাউন্ডার। আইপিএলে

টুয়েন্টি-২০ এসপিএল শুরু ২০ ফেব্রুয়ারি

মাঠের পাশাপাশি মেলাঘর বয়েজ

স্কল মাঠেও প্রতিযোগিতার ম্যাচ

অ্যাসোসিয়েশনরে স্বীকৃত আম্পায়াররা

প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি পরিচালনা

করবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে

জানানো হয়। এদিনের সাংবাদিক

ক্রিকেট

ত্রিপুরা

অবিক্রিত স্মিথ, মিলার, রায়নাও

কোনও দলই তাঁকে নিতে আগ্রহ শাকিবের রেকর্ড খারাপ নয়।

রয়্যালস,

ভিদাল'র গোলে জয়ী ফরোয়ার্ড

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, উপভোগ্য ম্যাচ হলো। দুইটি দলের আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ম্যাচের মধ্যেই একটা ইতিবাচক মনোভাব আগের দিন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ ছিল। সুযোগও তৈরি হয়। তবে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে একটি মাত্র গোল করে ফরোয়ার্ড ক্লাব।এই গোলেই তারা জয় তুলে নিলো। বিদেশি না থাকলেও রামকৃষ্ণ ক্লাবে

সূভাষ বোস জানিয়েছিলেন, জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। সেটাই ঘটলো শনিবার। চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবলে সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে তারা হারিয়ে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুললো। ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ

১৫ কোটিতে ঈশানকে ছিনিয়ে নিল মুম্বই

মুম্বাই, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আইপিএল নিলাম শুরু হওয়ার আগে তাঁর উপর বাজি ধরেছিলেন অনেকেই। এ বারের নিলামে তাঁকে কেনার জন্য যে বেশ কয়েকটি দল ঝাঁপাবে তা নিশ্চিত ছিল। তবে নিলাম টেবিলে ঈশান কিশনকে নিয়ে যে ভাবে দড়ি টানাটানি হল তা দিনের অন্যতম বড় ঘটনা হয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় তাঁকে কিনে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে যুবরাজ সিংহের পরে নিলামে সব থেকে বেশি টাকা পেলেন তিনি। নিলামের আগে তাঁকে ধরে না রাখলেও ঈশানকে কেনার জন্য প্রথমেই আগ্রহ দেখায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাদের সঙ্গে লড়াই চলে পাঞ্জাব কিংসের।ঈশানের দাম চড়চড় করে বাড়তে থাকে। ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ পর্যন্ত যাওয়ার পরে রণে ভঙ্গ দেয় পঞ্জাব। তখনই লড়াইয়ে আসে গুজরাট টাইটানস। অন্য দিকে মুম্বই নিজেদের বিড করতে থাকে। দুই অঙ্কে চলে যায় ঈশানের দাম। ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ পর্যন্ত লড়াই চালায় গুজরাট। তার পরে জানিয়ে দেয় আর বিড করবে না। দেখে মনে হচ্ছিল এ বার মুম্বই কিনে নেবে ঈশানকে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে মঞ্চে নামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আরও উঠতে থাকে দাম। শেষ পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকাতে গিয়ে হার মানে হায়দরাবাদের দল। যে ভাবে মুম্বই বিড করছিল তাতে দেখে মনে হচ্ছিল তারা ঈশানকে দলে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়। ঈশানকে কেনার পরে

দলের মালিক টিনা আম্বানীর মুখের

হাসি বলে দেয় ঈশানকে নেওয়ার

জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন তাঁরা।

সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু নিয়ে অভিভাবকরা শক্ষিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে খেলা শুরু দিন মাঠ খালি কিন্তু টিসিএ ক্রিকেট আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সদর হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা অবস্থা শূন্য করে রেখেছে। জানা গেছে, অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে রীতিমত তাতে কোচিং সেন্টারগুলি সন্দিহান কোচিং সেন্টারগুলি নাকি প্রতিদিন শঙ্কায় কোচিং সেন্টারগুলি। গত ১ যে, আদৌ ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে টিসিএ-তে গিয়ে সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ফেব্রুয়ারি সদরের ১৪টি ক্রিকেট সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে ক্রিকেটের খোঁজ নিলেও কেউ কোন কি না। জানা গেছে, ৩ জানুয়ারি কোচিং সেন্টারকে নিয়ে টিসিএ-র উত্তর দিতে পারছে না। টুর্নামেন্ট উপদেষ্টা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কমিটির মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটের কমিটির কনভেনারের নাকি কোন ম্যারাথন বৈঠকে ঠিক হয়েছিল যে. ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার পর টিসিএ-র খোঁজ নেই। চেয়ারম্যান পারিবারিক ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সদর চার মাঠই এখন খালি। তবে কাজে ব্যস্ত। এক সদস্য টিম অনুধৰ্ব ১৫ ক্ৰিকেট। ঠিক হয় ১৪টি ম্যানেজার হয়ে দিল্লিতে। ফলে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি এখন বিভিন্ন মাঠে টেনিস ক্রিকেটের দলকে দুইটি গ্রুপে রাখা হবে। দুইটি টিসিএ-তে নাকি ক্রিকেট নিয়ে কথা অনুমতি দিচ্ছে। তবে ৩ জানুয়ারি গ্রুপের প্রথম দুইটি করে মোট চারটি বলার কেউ নেই। ক্রিকেট মহলের দল খেলবে সূপার লিগে। গ্রুপ মহিলা ক্রিকেটের ফাইনাল হয়ে আশঙ্কা, হয়তো সদর অনুধর্ব ১৫ লিগের ম্যাচ হবে ৪০ ওভারের এবং যাওয়ার পর আজ ৪০ দিন হয়ে ক্রিকেট ঝুলে গেছে। টিসিএ সচিবও সুপারের ছয়টি ম্যাচ হবে দুই দিনের। গেলো সব মাঠ ফাঁকা। ক্রিকেট শহরের বাইরে। ফলে ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-তে কোন আলোচনা নেই। এমবিবি, পুলিশ অ্যাকাডেমি, সিজনে নাকি এই ধরনের ঘটনা নিপকো এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত নজিরবিহীন। টিসিএ-র বর্তমান এদিকে, বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা যখন মাঠে হবে খেলাগুলি। কিন্তু ১০ কমিটি ক্ষমতায় আসার পর এই এগিয়ে আসছে তখন টিসিএ অনুধৰ্ব ফেব্রুয়ারির আগে কোচিং ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা একের ১৫ ক্রিকেট নিয়ে টালবাহানা করছে পর এক ঘটিয়ে চলছে। টানা ৪০ সেন্টারগুলিকে নাকি বলা হয় যে, ●এরপর দুইয়ের পাতায়

বেঙ্গালুরু, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গত আইপিএল-এর আগে পর্যন্ত নিয়মিত খেললেও তেমন ধারাবাহিক ছিলেন না হর্ষল পটেল। কিন্তু গত বার আইপিএল-এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুরস্ত পারফর্ম করেন তিনি। ৩২ উইকেট নিয়ে লিগের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। তার ফল পেলেন এ বারের আইপিএল-এ। নিলামে ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাম উঠল তাঁর। ফের বেঙ্গালুরুতেই গেলেন তিনি। গত মরসুমে দুরস্ত খেলার পরেও এ বার আরসিবি ধরে রাখেনি হর্ষলকে। নিলামে যে তিনি ভাল দাম পাবেন তা প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এতটা উঠবে তা হয়তো কেউ ভাবেননি। হর্ষলকে কেনার বিষয়ে আগ্রহ দেখান বেশ কয়েকটি দল। শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরু বাজিমাত করে। শ্রেয়স আয়ারের পরে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে দুই অঙ্কের দামে বিক্রি হন তিনি। বেঙ্গালুরুকে গত মরসুমে প্লে-অফে তোলার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল হর্ষলের। প্রতিটি ম্যাচে উইকেট পেয়েছেন তিনি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও

বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট

●এরপর দুইয়ের পাতায়

লক্ষ পেলেন হর্যল

মিনিটের উত্তেজক খেলা ফুটবল। সারাক্ষণই দৌড়ের মধ্যে থাকতে হয় ফুটবলারদের এবং রেফারিকে। স্বভাবতই অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে মাঠের এই ২৩ জন যোদ্ধা। মাঝে মাঝে এর রেশ গিয়ে পড়ে দর্শক গ্যালারিতে। এটা ফুটবলের চিরন্তন ঐতিহ্য। এটাই ফুটবলকে আরও রোমাঞ্চকর এবং বর্ণময় করে তুলেছে।দর্শক টিকিট কেটে শুধু ৯০ মিনিটের লড়াই দেখতে যায় না। আনুষাঙ্গিক হিসাবে তারা আরও অনেক কিছুই পেয়ে থাকে। আর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচে ফুটবলার এবং সমর্থকদের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দৃশ্যও দেখা যায়। শনিবারও উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের দুই কর্মকর্তা অবাঞ্জিত ঘটনায় জডিয়ে পডলেন। ফরোয়ার্ড ক্লাবের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার শুভম চৌধুরী রেফারির সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে মাঠের ভেতরে

দেবনাথ কাছেই ছিলেন। সাথে

সাথে দৌড়ে এসে তাকে লাল কার্ড

১০ কোটি ৭৫

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৯০ প্রবেশ করে। রেফারি তাপস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, করেছেন। এক মরসুমে ভারতীয়

দাস.

টিসিএ, টিএফএ-র সমান্তরাল রাজ্য কমিটি গঠনের কাজ শুরু

আড়ালে অন্য খেলা?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে যাচ্ছে টিসিএ বা দ্বিতীয় টিএফএ গঠন। বিভিন্ন ইভেন্টে জেলা কমিটি গঠন আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ টিসিএ তার বৈধতা কি? ফেডারেশন বা জানা গেছে, পশ্চিম জেলা স্পোর্টস কিন্তু যথেক্ট ইঙ্গিত পূর্ণ। জানা অ্যাসোসিয়েশনে ক্রিকেট এবং গেছে, জেলা কমিটি গঠনের পর

ঘুমে, ঘুমে টিএফএ সহ একাধিক স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা। অভিযোগ, যাদের হাতে অ্যাসোসিয়েশন তাদের পুরোপুরি ঘুমে রেখে ক্রীড়া নীতির নামে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ নাকি বিভিন্ন ইভেন্টের পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কাজ শুরু করেছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে নাকি জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন তৈরির জন্য ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ মাঠে নেমে অ্যাথলেটিক্স, জুডো, যোগাসন, হ্যান্ডবল, ভলিবল ইত্যাদিতে পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হবে সেই সমস্ত ইভেন্টের যে বৈধ বা ফেডারেশন বা বোর্ড স্বীকৃত রাজ্য সংস্থা রয়েছে তারা সব ঘুমে। প্রশ্ন উঠছে, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে ঘুমে রেখে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ যে জেলা স্পোর্টস তাদের লক্ষ্য নাকি রাজ্যে দ্বিতীয় আড়ালে ক্রিকেট ও ফুটবল সহ ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ।

বোর্ড অনুমোদন না দিলে এই সমস্ত ফুটবলের কমিটি গঠনে অন্য খেলা চলছে। টিসিএ-র যে সংবিধান তাতেটি এফ এ - র ১৪টি ক্লাব ও ১৮টি মহকুমা। টিএফএ-র যে বর্তমান কমিটি সেখানে নির্দিষ্টভাবে ২৮টি ক্লাব, যা টিসিএ বা টিএফএ-র বাইরে। মহিলাদের ৬-৭টি দল ও মহকুমাগুলি রয়েছে। কিন্তু খবরে প্রকাশ, যে সমস্ত ইউনিট বা ক্লাব টিসিএ-তে বা টিএফএ-তে নেই তারা ক্রীড়া নীতির আড়ালে বিভিন্ন জেলা কমিটিতে ঢুকে সমান্তরাল (সরকারি মদতে) টিসিএ, টিএফএ গঠন করতে। সরকারি মদতে তারা বছরের জন্য পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত টিসিএ, টিএফএ গঠন করে হয়তো ক্রীড়া সচিব এবং এক বছরের জন্য আগামীদিনে বিসিসিআই বা অল ইভিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অনুমোদন চাইবে। ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদের যৌথ

প্রক্রিয়া আসলে কোন কাজে আসবে ? বরং অভিযোগ, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ সমান্তরাল কমিটি গঠন করে আদতে রাজ্যের খেলাধুলার সর্বনাশ করে যাচ্ছে। জানা গেছে, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ যৌথভাবে ক্রীড়া নীতির কথা বলে বিভিন্ন ইভেন্টের জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে যাচ্ছে। এখন বাধারঘাট পশ্চিম পশ্চিম জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কাজ। যে সমস্ত ক্লাব বা ইউনিটের কোন অস্তিত্ব নির্দিষ্ট ইভেন্টের রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা নেই তারাই নাকি রাজনৈতিক মহলের সাহায্যে ক্রীড়া নীতির কথা বলে বিভিন্ন জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন চলে আসছে।

পড়েছে।যদিও যে ক্রিকেট, ফুটবল, জেলা স্পোর্ট স অফিসে চলছে

জন্ম ঃ ০৫.০১.১৯৩৯ ইং মৃত্যু ঃ ১৩.০২.১৯৮৭ ইং

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা' Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura क्विचिएवर Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur © 9436940366

JOB IN AGARTALA

A Reputed Com. ೂ উচ্চ ও স্থায়ী পদে কাজ করার জন্য 36 জন Male / Female আবশ্যক। যোগ্যতা মাধ্যমিক - গ্র্যাজুয়েট। Age limit - 18-26 year. বেতন - 5,500/-19,000/- টাকা I

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Call - 8974755808 Whatsapp-9774627911

রেস্টুরেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

বটতলা মেইন রোড + বাজারের মুখ সংলগ্ন সর্বসুবিধা যুক্ত Restaurant ভাড়া দেওয়া হবে। — ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 7005051995 8258936626

বিজ্ঞপ্তি

ঔষুধের দোকানের জন্য ফার্মেসী লাইসেন্স প্রয়োজন।

যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 8119028958 8794689076

কয়লা বিক্ৰয়

এখানে উন্নতমানের নাগাল্যান্ডের কয়লা মজুত আছে।

যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9862305045 8794927918

ভাড়া দেওয়া হইবে

বড় রাস্তার পাশে একটি চালু ক্যাফে / রেস্ট্রেরেন্টের সব জিনিসপত্র সহ ভাড়া দেওয়া হবে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 9366793390

১২ ফেব্রুয়ারি।। মর্মান্তিক যান আশপাশেই ছিলেন। কিন্তু ছেলের দুর্ঘটনায় ৪ বছরের শিশুর মৃত্যুতে মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ছুটে শনিবার সকালে শোকের ছায়া নেমে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে আজমির আসে মন্দিরনগরীতে। এদিন হোসেনের শরীরের অবস্থা দেখে সকালে অমরসাগরের পশ্চিম পাড় তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে এলাকায় রসুল মিয়ার একমাত্র পড়ে। রসুল মিয়া এবং তার ছেলে আজমির হোসেন পরিজনদের চিৎকারে গোটা নিকটাত্মীয়ের সাথে ওষুধ কেনার এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে জন্য বাজারে এসেছিল। জগন্নাথ উঠে। তবে এই দুর্ঘটনার জন্য চৌমুহনি থেকে রমেশ চৌমুহনির কেউই ট্রিপার চালককে দায়ী দিকে আসা একটি ট্রিপারের চাকার করেননি। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী শিশুটি আচমকা মাটি নিচে পড়ে যায় ওই শিশুটি। যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বোঝাই ট্রিপারের সামনে এসে পড়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসে রাজ্যে

মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত। শুক্রবার রাত আনুমানিক ১২টায় উত্তর জেলার

পানিসাগর থানা এলাকার জলাবাসা হাসপাতাল সংলগ্ন দামছড়া-পানিসাগর

সড়কে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় রূপক দাস নামে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

হয়। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় জলেবাসা এলাকায় শোকের পাশাপাশি

ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে

গৃহকর্তা ঘরে না ফেরায় তার স্ত্রী এবং মেয়ে খোঁজখবর নিতে বাড়ি থেকে

বেরিয়ে সন্মুখস্থ দামছড়া-পানিসাগর সড়কে অনুসন্ধান করতে থাকেন।

কিছু দূর গিয়ে উপরোক্ত সড়কের একপাশে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত রূপক

দাস পিতা মৃত বিধৃভূষণ দাসকে পড়ে থাকতে দেখে মা ও মেয়ে উচ্চস্বরে

চিৎকার ও কান্নায় ভেঙে পড়েন। মা ও মেয়ের আর্তচিৎকারে আশপাশ

এলাকার মানুষ ছুটে আসেন এবং রক্তাক্ত রূপক দাসকে জলাবাসা প্রাথমিক

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রূপক দাসকে মৃত

তেরো মাসের বেতন

না পেয়ে ক্ষুব্ধ পুলিশ

এরপর দুইয়ের পাতায়

কর্মীদের জন্য বোঝানো হচ্ছে এই

জন্য দায়ী ডিডিওরা। এর সঙ্গে যুক্ত

মিনিস্ট্রিরয়াল কর্মীরা। নতুন বছর

এমনিতেই পুলিশের জন্য ভালো

যাচেছ না। আর্থিক দিক থেকে

ক্ষতির মুখে পুলিশরা। এমনিতেই

অডিটে ধরা পড়েছে গত কয়েক

বছরে ১৩ মাসের বেতন বেশি

দেওয়া হয়েছিল পুলিশ কর্মীদের। যে

কারণে জেলা পুলিশ থেকে অডিট

রিপোট অনুযায়ী বেতন কেটে

নেওয়া হয়েছে। কনস্টেবল থেকে

সাব ইন্সপেকট স্তবের পুলিশ

কর্মীদের। প্রত্যেকেরই ফেব্রুয়ারি

নেওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে।

প্রতিষ্ঠান।

এরপর দুইয়ের পাতায়

জয়রাম রত্ন সম্রাট

পরীক্ষিত গ্রহরত্ন ও সবরকম বাস্তু যন্ত্রম, রূপায় মুক্তা

এবং গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারীর বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য

ঠিকানা- বিদ্যাসাগর চৌমুহনী (ব্রীজ সংলগ্ন)

যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা

Contact: 9774444188 / 7005541163

বিঃদ্রঃ এখানে বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ

জয়গুরু বামদেব / জয় মা তাঁরা

জ্যোতিষ শাস্ত্ৰী

শ্রী গোপাল আচার্য্য (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ও তন্ত্র সাধক।

হস্তরেখাবিদ, গ্রহশান্তি, বাস্তদোষা নিবারণ, পারিবারিক

যোগাযোগ করুন

ঠিকানা ঃ জয়রাম রত্ন সম্রাট

বিদ্যাসাগর চৌমুহনী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা

Contact: 7005759276 / 9863731344

প্রতিদিন ঃ রবিবার, বুধবার, শুক্রবার

শান্তি, শত্রুজয়, আর্থিক উন্নতির জন্য।

বলে ঘোষণা করেন। পরে দুর্ঘটনাজনিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।।

এখনও মিলেনি ১৩ মাসের বেতন।

এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে পুলিশের

মধ্যে। সাধারণত বছরের প্রথম

সপ্তাহের মধ্যে তের মাসের বেতন

মিটিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের

কনস্টেবল থেকে সাব ইন্সপেকটর

পর্যন্ত। কিন্তু বহু বছর পর এবার

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলে

শেষ হতে আর দু'দিন বাকি

থাকলেও তের মাসের বেতন

মিলেনি অধিকাংশ পুলিশ কর্মীদের।

এনিয়ে চরম ক্ষোভ রাজ্য পুলিশের

কর্মীদের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি

বঞ্চিত পশ্চিম জেলা। পুলিশ

চালককে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ-সহ আরকেপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে এদিন উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের ভূমিকায় স্থানীয়রা ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ, শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রথমে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। কিন্তু তারা ঘটনাস্থলে আসেননি। পরবর্তী সময়

এরপর দুইয়ের পাতায়

রেলের চাকায় কাটা পড়ে

যুবকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রেলের চাকায় কাটা পড়ে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু। মুঙ্গিয়াকামী হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। নিহত যুবকের নাম সঞ্জয় দেববর্মা। তার বাড়ি রামকৃষ্ণপুর ভিলেজে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনার পর যুবকের মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ওই সময় মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। পরে অবশ্য মৃতের পরিচয় বেরিয়ে আসে। স্থানীয় লোকজন মৃত যুবকের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশকে জানায়। পরবর্তী সময় তাদের কাছ

সোনার বাজার দর

এরপর দুইয়ের পাতায়

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৮০০ ভরি ঃ ৫৮,১০০

ভৰ্তি চলছে **Open Board**

10th & 12th এ পরিক্ষা দিয়ে পাস করতে অতিসত্র যোগাযোগ করুন BA,MA,D PHARMA ENGG,DMLT,BED,D.ELED

যোগাযোগ 7642014420

সদ্য জন্ম নেওয়া

শিশুর দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে অশ্বিনী মার্কেট এলাকায় সদ্য জন্ম নেওয়া এক শিশুকন্যাকে মাটির কলসির ভিতরে ঢুকিয়ে কে বা কারা রাস্তার মাঝে ফেলে যায়। পরে এলাকাবাসী বিষয়টি দেখে আমতলী থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সন্তানটি কার জানা যায়নি। তবে এই ঘটনায় আবার নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারও অপকাজের ফল এই শিশুকে ভূগতে হয়েছে বলেও অনেকের অভিমত। ঘটনার তদন্ত করার ও দাবি উঠেছে।

গভীর রাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি।। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকতেন। এক বছর আগে তারা বাড়িতে এসেছিলেন। ওই গৃহবধুর দুই সন্তানও আছে। কিন্তু শুক্রবার গভীর রাতে পুত্রসস্তানকে ঘরে রেখে মেয়েকে সাথে নিয়ে উধাও হয়ে যান বিজাল হোসেনের স্ত্রী মিনুয়ারা বেগম। বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায় বিজাল হোসেনের বাড়ি। ওইদিন স্বামী বিজাল হোসেন বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাত

তৈরি বাড়ি বিক্রয়

চৌমুহনিতে তৈরি বাড়ি

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 6033316321

উদয় পুর

বিক্রয় হইবে।

আনুমানিক ১১টা নাগাদ বাড়ি ফিরে

র মেশ

 এরপর দুইয়ের পাতায় English, **SRI KRISHNA**

VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON T.K. SIL

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয় আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদেব কাজেব দাবা।

কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

আরোগ্য

উধাও গৃহবধূ

ব্যবহৃত বেকারী ওভেন 4 ট্রে 16" x18", নমকিন মেকিং মেশিন, ওয়েল সেপারেটার, মিক্সার মেশিন, কোটিং প্যান 10 H.P. MOTOR AIR COMPRESSOR একত্রে বা পার্টলি সুলভে বিক্রয় MOB - 9612710555 **SPOKEN ENGLISH**

ছোটদের (2021-2022)

বড়দের (New Group) Spoken English এ ভর্তি চলছে, সঙ্গে Maths, School Subject– (VII to XII)

9863519832

আরোগ্য

রোগীকে Treatment

এর জন্য বাইরে নিয়ে

গিয়ে রোগীর Attendant

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 9774434733

জায়গা বিক্রি

বামুটিয়া রোড, মেইন

রোডের পাশে ৫ গভা

জায়গা বিক্ৰয় হইবে

তোফানিয়া লুঙ্গা বৃন্দাবন

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 9774746399

মেশিনারী বিক্রয়

চৌমুহনী।

হিসেবে কাজ করি।

9856128934

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)









তারিখ :24/02/2022

টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১



विदाश सायत (म

প্রাক্তন শিক্ষক বড়দোয়ালী উচ্চবিদ্যালয় এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সিনিয়র প্লাটন কমান্ডার 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই

হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই আজকের মতো এমনি দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেছো অমৃতধামে। আজ তোমার ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের প্রণাম

জ্যোতি রানী দে (পত্নী) কিশোর, অশোক, অনুপ, অরুণ (পুত্রগণ) রেখা, অঞ্জনা, বীণা, কাকলী (পুত্রবধূগণ) অমিত, সুজিত, সুমিত, আয়োস (নাতিগণ) মাম্পি, সোনাই, অনুষ্কা (নাতনীগণ) পিংকি, রিয়া, মন্দিরা (নাত বউগণ) বৈশালী, দেবব্রত, চুনচুন এবং মেসার্স অরুণ কুমার দে এন্ড কোং এর কর্মীবৃন্দ। ড্রপগেইট, এ.ডি.নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।



ञ्चल रेट्छिया अत्रन छालिक्ष

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট।

घात वात्र A to Z अध्यक्षात अधीपन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে



Contact 9667700474



অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল

আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হসপিটাল। 03813564210 / 8119907265 / 8119853440

মেডিস্ক্যান ডায়গোনস্টিক ৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ



যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক — ঃ ঠিকানাঃ— বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের খেজুর বাগান, কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য ক্যাপিটাল কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে কমপ্লেক্স, জিঞ্জার অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে হোটেল সংলগ্ন। যোগাযোগ করুন।

সময় ঃ সকাল ৯.০০ - ১২.০০ টা বিকাল ঃ ৩.০০ - ৬.০০টা Contact: 9862218230 / 8131076904

বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

স্বপন ভারতী জ্যোতিষ শাস্ত্ৰী

শিক্ষা, বিবাহ ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যার প্রতিকার এর জন্য যোগাযোগ করুন।

চেম্বার ঃ- শান্তিপাড়া পুকুর পার, মিনা গহনালয় এর উপর, 2nd floor, আগরতলা।

সময় ঃ- সোম থেকে শনিবার 2 টা থেকে 6 টা রবিবার 12 টা থেকে 6 টা

Mobile No. 9774992432 / 6033219866

আপনার শহরে এসে গেছে Japanese Technology তে তৈরী

ভারতবর্ষ খ্যাত উন্নত মানের

DIGITAL AUTO RICKSHAW FARE METER

BOOKING & SERVICES CENTRE Authorised Distributor:

Legal Metrology Dept.) M/S. AJAY PAUL

Sakuntala Road, Opp. of Metro Bazar, Agartala, Tripura (W) Mobile: 9774543698 / 9436122718

চক্ষু চিকিৎসা

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant,

LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন। ক্রিনিকঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে। সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

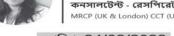
রবিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা ঃ যোগাযোগ ঃ

8583948238, 9436124910, 0381-2324435









(7005128797 / 03812310066

